لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا

১৪৮। লা- ইউহ্বিব্বুল্লা-হুল্ জ্বাহ্‌রা বিস্‌সূ—ই মিনাল্ ক্বাওলি ইল্লা- মান্ যুলিম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু সামী'আন
(১৪৮) আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। কিন্তু যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা,

عَلِيْمًا ﴿١٤٩﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا

'আলীমা-। ১৪৯। ইন্ তুব্‌দূ খাইরান আও তুখ্‌ফূহু আও তা'ফূ 'আন সূ—ইন্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না 'আফুউওয়্যান্
মহাজ্ঞানী। (১৪৯) যদি তোমরা নেক কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা তা গোপনে কর অথবা তোমরা কারো অপরাধ মার্জনা করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ (অপরাধ)

قَدِيْرًا ﴿١٥٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا

ক্বাদীরা-। ১৫০। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌ফুরূনা বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া ইউরীদূনা আই ইউফার্‌রিক্
মার্জনাকারী, সর্ব শক্তিমান। (১৫০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহর ও

بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ

বাইনাল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া ইয়াকূলূনা নু'মিনু বিবা'দ্বিওঁ ওয়া নাক্‌ফুরু বিবা'দ্বিওঁ ওয়া ইউরীদূনা
তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমান আনয়নের ব্যাপারে) পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অস্বীকার করি,

اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا

আই ইয়াত্তাখিযূ বাইনা যা-লিকা সাবীলা-। ১৫১। উলা—ইকা হুমুল কা-ফিরূনা হাক্বক্বা-, ওয়া আ'তাদ্‌না-
আর তারা চায় এর মধ্যবর্তী একটি পথ অবলম্বন করতে। (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য তৈরী

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا

লিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্ মুহীনা-। ১৫২। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া লাম্ ইউফার্‌রিক্
করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি। (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর এবং (ঈমান আনয়নে)

بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٣﴾

বাইনা আহ্বাদিম্ মিনহুম উলা—ইকা সাওফা ইউ'তীহিম উজূরাহুম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা-।
তাদের মধ্যে একের সাথে অপরের কোন পার্থক্য করে না, আল্লাহ তাদেরকে শীঘ্রই তাদের প্রতিদান দিবেন। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَاَلُوْا

১৫৩। ইয়াস্‌আলুকা আহ্‌লুল কিতা-বি আন্ তুনায্‌যিলা 'আলাইহিম কিতা-বাম মিনাস্ সামা—ই ফাক্বাদ সাআলূ
(১৫৩) হে মুহাম্মদ (সা)! আহলে কিতাব আপনার নিকট দাবী করে, তাদের জন্য আসমান থেকে একটি বিশেষ কিতাব অবতীর্ণ করতে। আসলে তারা

○ টীকা (আঃ ১৪৮) ঃ মন্দ কথা প্রকাশ করা ঃ কারো পার্থিব বা ধর্মীয় কোন দোষ জানতে পারলে তা প্রচার করা উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের কথা শোনেন ও সকলের কাজ-কর্মের খবর রাখেন। তিনি প্রত্যেককে তার কার্যানুপাতে প্রতিদান দিবেন। এরূপ দোষ চর্চাকেই গীবত বলে। তবে কেউ নির্যাতিত হলে তার জন্য এ অনুমতি আছে যে, সে জালিমদের জুলুমের কথা মানুষকে জানিয়ে দিবে। (তাঃ উসমানী)

○ শানে নুযূল (আঃ ১৫৩) ঃ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ কয়েকজন ইয়াহুদী নেতা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে আসমান থেকে একখানি লিখিত কিতাব একই সাথে নিয়ে আসুন, যেমন হযরত মূসা (আ) নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ উসমানী)

مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ

মূসা~আক্বারা মিন যা-লিকা ফাক্বা-লূ~আরিনাল্লা-হা জ্বাহ্‌রাতান ফাআখাযাত্ হুমুস্ব স্বা-'ইক্বাতু বিযুল্‌মিহিম,

মূসার কাছে এর চেয়েও বড় কিছু দাবী করেছিল। তারা বলেছিল যে, আমাদেরকে সরাসরি আল্লাহকে দেখাও। ফলে তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে বজ্র তাদের

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ

ছুম্মাত্ তাখাযুল 'ইজ্‌লা মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আতহুমুল বাইয়্যিনা-তু ফা'আফাওনা-'আন যা-লিক,

উপর আঘাত করেছিল। অতঃপর তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা গো-বৎসকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাও আমি তাদেরকে ক্ষমা করে

وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٤﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا

ওয়া আ-তাইনা- মূসা- সুলত্বা-নাম্ মুবীনা-। ১৫৪। ওয়া রাফা'না- ফাওক্বাহুমুত্ ত্বূরা বিমীছা-ক্বিহিম ওয়া কুল্‌না-

দিয়েছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম। (১৫৪) আর উত্তোলন করেছিলাম তাদের উপর ত্বূর (পাহাড়)-কে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নয়ার জন্য এবং

لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم

লাহুমুদ্ খুলুল বা-বা সুজ্জাদাওঁ ওয়া কুল্‌না- লাহুম লা- তা'দূ ফিস্‌সাব্‌তি ওয়া আখায্‌না- মিন্‌হুম্

তাদেরকে বলেছিলাম যে, মাথা নত অবস্থায় নগর দ্বারে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে এও বলেছিলাম যে, শনিবারের ব্যাপারে তোমরা সীমালংঘন কর না আর তাদের কাছ

مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٥﴾ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ

মীছা-ক্বান গালীযা-। ১৫৫। ফাবিমা- নাক্বদ্বিহিম্ মীছা-ক্বাহুম ওয়া কুফ্‌রিহিম্ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয় ক্বাত্‌লিহিমুল

থেকে এভাবে দৃঢ় অংগীকার নিয়েছিলাম। (১৫৫) সুতরাং (তাদের এ শাস্তি) তাদের অংগীকার ভংগের কারণে এবং আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করা ও অন্যায়ভাবে

الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

আম্বিইয়া—আ বিগাইরি হাক্বক্বিওঁ ওয়া ক্বাওলিহিম কুলূবুনা- গুল্‌ফ্ ; বাল্ ত্বাবা'আল্লা-হু 'আলাইহা- বিকুফ্‌রিহিম

নবীগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এ উক্তির কারণে যে, "আমাদের অন্তরগুলো আচ্ছাদিত"। বরং তাদের কুফরীর কারণে, আল্লাহ তা (অন্তরসমূহ) মোহরাংকিত

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٦﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝

ফালা- ইউ'মিনূনা ইল্লা- ক্বালীলা-। ১৫৬। ওয়া বিকুফ্‌রিহিম ওয়া ক্বাওলিহিম 'আলা- মার্‌ইয়ামা বুহ্‌তা-নন 'আযীমা-।

করেছেন। সুতরাং অল্প কয়েকজন ছাড়া তারা ঈমান আনে নি (১৫৬) আর তারা (শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল) তাদের কুফরী ও মারইয়ামের উপর গুরুতর অপবাদ আরোপের জন্য।

﴿١٥٧﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ

১৫৭। ওয়া ক্বাওলিহিম ইন্না- ক্বাতাল্‌নাল মাসীহা 'ঈসাব্‌না মার্‌ইয়ামা রাসূলাল্লা-হ, ওয়া ম- ক্বাতালূহু

(১৫৭) আর তাদের এ উক্তির জন্য যে, নিশ্চয় আমরা হত্যা করেছি মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহকে যিনি আল্লাহর রাসূল। অথচ তারা তাঁকে হত্যা করে নি

✪ টীকা (আঃ ১৫৪) ঃ ادخلو الباب سجدا ঃ ইয়াহুদীদের প্রতি আদেশ হয়েছিল ইলইয়া শহরের ফটক দিয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ অবনত মস্তকে নগরে প্রবেশ কর। তারা তার পরিবর্তে পাছা ঘেঁষে ঘেঁষে ঢুকতে লাগল। এভাবে তারা নগরে পৌছতেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের মধ্যেই তাদের প্রায় সত্তর হাজার খতম হয়ে যায়। ✪ টীকা (আঃ ১৫৪) ঃ لاتعدو فى السبت ঃ ইয়াহুদীদের জন্য শনিবার মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এ দিনই মাছ বেশী দেখা দিত। তারা এ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল যে, নদীর তীরে একটি হাউজ তৈরী করল, শনিবার সে হাউজে মাছ আসলে মুখ বন্ধ করে দিত। পরদিন তারা তা শিকার করত। (তাঃ উসমানী)

وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ

ওয়া মা- স্বালাবূহু ওয়া লা-কিন্ শুব্বিহা লাহুম ; ওয়া ইন্নাল্ লাযীনাখ্তালাফূ ফীহি লাফী শাক্কিম্ মিনহু ;
এবং তাকে ক্রুশেও চড়ায় নি। কিন্তু তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল, আর যারা তাঁর ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিল, নিশ্চয় তারা অবশ্যই সন্দেহের মধ্যে ছিল।

مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ

মা- লাহুম্ বিহী মিন্ 'ইল্মিন ইল্লাত্ তিবা-'আয্ যান্নি, ওয়ামা- ক্বাতালূহু ইয়াক্বীনা- । ১৫৮ । বার্ রাফা'আল্লা-হু
এবং এ ব্যাপারে ধারণার অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনই জ্ঞান ছিল না এবং এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং আল্লাহ

إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ

ইলাইহ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আযীযান হাকীমা- । ১৫৯ । ওয়াইম্ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি ইল্লা- লাইউ'মিনান্না
তাঁকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (১৫৯) আর কিতাবীগণের মধ্যে সকলেই স্বীয় মৃত্যুর

بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ

বিহী ক্বাবলা মাওতিহ্, ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিইয়া-মাতি ইয়াকূনু 'আলাইহিম শাহীদা- । ১৬০ । ফাবিযুলমিম্ মিনাল্ লাযীনা
আগে তাঁর (ঈসার) প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিবেন। (১৬০) অনন্তর ইয়াহুদীদের ঔদ্ধত্যের কারণে,

هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

হা-দূ হার্রামনা- 'আলাইহিম ত্বাইয়্যিবা-তিন উহিল্লাত লাহুম ওয়া বিস্বাদ্দিহিম 'আন্ সাবীলিল্লা-হি কাছীরা- ।
আমি হারাম করে দিয়েছি তাদের উপর এমন কিছু ভাল জিনিস যা তাদের জন্য হালাল ছিল। আর এ কারণে যে, তারা আল্লাহর রাস্তা থেকে বহু লোককে বাধা দিত।

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ

১৬১ । ওয়া আখ্যিহিমুর্ রিবা- ওয়া ক্বাদ্ নুহূ 'আন্হু ওয়া আক্লিহিম আম্ওয়া-লান্ না-সি বিল্ বা-ত্বিল ;
(১৬১) আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তাদেরকে তা গ্রহণ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর অন্যায়ভাবে মানুষের মাল ভক্ষণ করার কারণে।

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ

ওয়া আ'তাদ্না- লিল্ কা-ফিরীনা মিন্হুম 'আযা-বান আলীমা- । ১৬২ । লা-কিনির্ রা-সিখূনা ফিল্ 'ইল্মি মিন্হুম
তাদের মধ্যে যারা কাফির আমি তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ইলমে (দ্বীনী জ্ঞানে) পরিপক্ক

وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ

ওয়াল্ মু'মিনূনা ইউ'মিনূনা বিমা~উন্যিলা ইলাইকা ওয়ামা~উন্যিলা মিন্ ক্বাবলিকা ওয়াল্ মুক্বীমীনাস্
এবং ঈমানদার এবং ঈমান আনে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও এবং

الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ

স্বালা-তা ওয়াল্ মু'তূনায্ যাকা-তা ওয়াল্ মু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খির ; উলা—ইকা
যারা নিয়মিত সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে; আমি তাদেরকেই দান করব

سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٣﴾ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ

সানু'তীহিম আজ্‌রান 'আযীমা-। ১৬৩। ইন্না~আওহ্বাইনা~ইলাইকা কামা~আওহ্বাইনা~ইলা- নূহ্বিও ওয়াননাবিইয়্যীনা

মহা প্রতিদান। (১৬৩) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছি। যেমনিভাবে অবতীর্ণ করেছিলাম নূহের উপর এবং তাঁর

مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

মিম্ বা'দিহ্, ওয়া আওহ্বাইনা~ইলা~ইব্রা-হীমা ওয়া ইস্‌মা-'ঈলা ওয়া ইস্‌হা-ক্বা ওয়া ইয়া'ক্বূবা

পরবর্তী নবীগণের উপর। আর ওহী অবতীর্ণ করেছিলাম ইব্রাহীম, ঈসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুব ও

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿١٦٤﴾

ওয়াল আস্‌বা-তি ওয়া 'ঈসা- ওয়া আইয়্যূবা ওয়া ইউনুসা ওয়া হা-রূনা ওয়া সুলাইমা-ন, ওয়া আ-তাইনা- দা-ঊদা যাবূরা-।

তাঁর বংশধর ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারুন, সুলাইমানের উপর এবং আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ

১৬৪। ওয়া রুসুলান্ ক্বাদ্ ক্বাস্বাস্বনা-হুম 'আলাইকা মিন্ ক্বাবলু ওয়া রুসুলাল্ লাম নাক্বস্বুস্বহুম 'আলাইক ;

(১৬৪) এবং আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, যাদের কথা পূর্বে আপনাকে আমি বর্ণনা করেছি এবং বহু রাসূলের কথা আপনাকে আমি বর্ণনা করি নি

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

ওয়া কাল্লামাল্লা-হু মূসা- তাক্বলীমা-। ১৬৫। রুসুলাম্ মুবাশ্‌শিরীনা ওয়া মুনযিরীনা লিআল্লা- ইয়াকূনা লিন্না-সি

এবং আল্লাহ মূসার সাথে স্পষ্টভাবে কথা বলেছেন। (১৬৫) আমি তাদেরকে সুসংবাদবাহী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। যাতে রাসূল আগমনের

عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ

'আলাল্লা-হি হুজ্জাতুম্ বা'দার্ রুসুল ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আযীযান হ্বাকীমা-। ১৬৬। লা-কিনিল্লা-হু ইয়াশ্‌হাদু

পর আল্লাহর সম্মুখে মানুষের কোন অভিযোগ পেশ করার সুযোগ না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৬৬) কিন্তু আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন

بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

বিমা~আন্‌যালা ইলাইকা আন্‌যালাহূ বি'ইলমিহ্, ওয়াল মালা—ইকাতু ইয়াশ্‌হাদূন ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি শাহীদা-।

সে ব্যাপারে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা। আর ফিরিশতাগণও সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৭। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া স্বাদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ক্বাদ্ দ্বালূ দ্বালা-লাম্ বা'ঈদা-।

(১৬৭) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে, তারা ভীষণ গোমরাহীতে নিপতিত হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৮। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া যালামূ লাম ইয়াকুনিল্লা-হু লিইয়াগ্‌ফিরা লাহুম ওয়ালা- লিইয়াহ্‌দিয়াহুম ত্বারীক্বা-।

(১৬৮) নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথ প্রদর্শন করবেন না।

﴿١٦٩﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٧٠﴾ يَٰٓأَيُّهَا

১৬৯। ইল্লা- ত্বারীক্বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা- ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা- । ১৭০। ইয়া~আইয়্যুহান্

(১৬৯) জাহান্নামের পথ ছাড়া। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (১৭০) হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের

ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن

না-সু ক্বাদ্ জ্বা—আকুমুর্ রাসূলু বিল্ হাক্কি মির্ রাব্বিকুম ফাআ-মিনূ খাইরাল্লাকুম ; ওয়া ইন্

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (পয়গাম) সহ রাসূল এসেছেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন। তোমাদের কল্যাণ কর হবে; আর যদি

تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧١﴾ يَٰٓأَهْلَ

তাকফুরূ ফাইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান হাকীমা- । ১৭১। ইয়া~আহ্লাল

তোমরা অমান্য কর (তবে জেনে রেখ) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর (মালিকত্বে) আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১৭১) হে আহলে

ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ

কিতা-বি লা- তাগ্লূ ফী দীনিকুম ওয়ালা- তাকূলূ 'আলাল্লা-হি ইল্লাল হাক্ক ; ইন্নামাল মাসীহু

কিতাব! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না এবং সত্য ছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত কথা বল না। মসীহ ঈসা

عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ

'ঈসাব্নু মারইয়ামা রাসূলুল্লা-হি ওয়া কালিমাতুহ, আল্ক্বা-হা~ইলা- মার্ইয়ামা ওয়া রূহুম্ মিন্হ,

ইবনে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, এবং তাঁরই তরফ থেকেই একটি রূহ (আত্মা)। সুতরাং তোমরা

فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ

ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহ, ওয়ালা- তাকূলূ ছালা-ছাহ ; ইন্তাহূ খাইরাল্ লাকুম ; ইন্নামাল্লা-হু ইলা-হুওঁ

ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং একথা বল না যে, (আল্লাহ) তিনের এক। (এর থেকে) বিরত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, প্রকৃত পক্ষে

وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ

ওয়া-হিদ ; সুবহা-নাহূ~আইঁ ইয়াকূনা লাহূ ওয়ালাদ। লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল আরদ্ব ;

আল্লাহই তো একমাত্র মা'বুদ। তিনি সন্তান হওয়া থেকে পূতঃ পবিত্র। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧٢﴾ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ

ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়াকীলা- । ১৭২। লাইঁ ইয়াস্ তান্কিফাল্ মাসীহু আইঁ ইয়াকূনা 'আব্দাল্ লিল্লা-হি ওয়ালাল মালা—ইকাতুল

আল্লাহই ব্যবস্থাপক হিসেবে যথেষ্ট। (১৭২) কখনও সঙ্কোচবোধ করেন না মসীহ, আল্লাহর বান্দা হওয়াকে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ফিরিশতাগণও না।

৬ ওয়াক্বফে লাযেম ২৩ ع ৩ রুকূ

✪ টীকা (আঃ ১৭১) ঃ অর্থাৎ, এমন বলো না যে, তিনি সন্তানের পিতা, নাউযুবিল্লাহ! যেমন নাছারাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তিন খোদার মধ্যে এক খোদা। অপর দুই খোদা ঈসা ও জিবরাঈল। কেউ কেউ জিবরাঈলের স্থলে হযরত মারইয়ামকে এক খোদা বলত। কেউ কেউ বলত, মারইয়াম-এর পুত্র ঈসা-ই স্বয়ং আল্লাহ। মোটকথা, এ সমস্ত আক্বীদাই বাতিল। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৭১) ঃ كلمته ঃ হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর কালিমা। অর্থাৎ আদেশ মূলক বাণী "হও" দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। তাই তিনি "কালিমাতুল্লাহ" নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।

✪ টীকা (আঃ ১৭১) ঃ روح منه ঃ তিনি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট রূহ বলেই রুহুল্লাহ নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

الْمُقَرَّبُوْنَ ط وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا

মুক্বাররাবূন ; ওয়া মাই ইয়াস্তান্‌কিফ্ 'আন্ 'ইবা-দাতিহী ওয়া ইয়াস্তাক্বির ফাসাইয়াহ্শুরুহুম ইলাইহি জ্বামী'আ।
আর যে তাঁর বান্দাহ হওয়াতে সঙ্কোচ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট সমবেত করবেন।

۝١٧٢ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ

১৭৩। ফাআম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি ফাইউওয়াফ্ফীহিম উজ্বূরাহুম ওয়া ইয়াযীদুহুম্
(১৭৩) অনন্তর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তিনি তাদেরকে পুরোপুরি প্রতিদান দিবেন। আর তাদেরকে

مِّنْ فَضْلِهٖ ج وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

মিন্ ফাদ্বলিহ, ওয়া আম্মাল্ লাযীনাস্ তান্‌কাফূ ওয়াস্ তাক্‌বারূ ফাইউ'আয্‌যিবুহুম 'আযা-বান
নিজ অনুগ্রহ থেকে আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর যারা সঙ্কোচবোধ করে ও অহংকার করে থাকে, তাদেরকে তিনি কষ্টদায়ক

اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝١٧٣ يٰۤاَيُّهَا

আলীমাওঁ ওয়ালা- ইয়াজ্বিদূনা লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালিইয়্যাওঁ ওয়ালা- নাস্বীরা-। ১৭৪। ইয়া~আইয়্যুহান্
শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। (১৭৪) হে মানব জাতি! নিশ্চয়

النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ○

না-সু ক্বাদ জ্বা—আকুম্ বুরহা-নুম্ মির্ রাব্বিকুম ওয়া আন্‌যাল্‌না~ইলাইকুম নূরাম্ মুবীনা-।
তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে দলীল এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নূর অবতীর্ণ করেছি।

۝١٧٤ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ

১৭৫। ফাআম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া'তাস্বামূ বিহী ফাসাইয়ুদ্‌খিলুহুম ফী রাহ্বমাতিম্ মিন্‌হু
(১৭৫) সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, তাদেরকে তিনি শীঘ্রই তাঁর রহমত ও করুণার মধ্যে

وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝١٧٥ يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ

ওয়া ফাদ্বলিওঁ ওয়া ইয়াহ্দীহিম ইলাইহি স্বিরা-ত্বাম্ মুস্তাক্বীমা-। ১৭৬। ইয়াস্তাফ্‌তূনাক ; কুলিল্লা-হু
প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সরল পথ দেখাবেন। (১৭৬) তারা আপনার কাছে (ফরায়েযের) বিধান জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ

يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا

ইউফ্‌তীকুম ফিল্ কালা-লাহ ; ইনিম্‌রুউন্ হালাকা লাইসা লাহূ ওয়ালাদুওঁ ওয়া লাহূ~উখ্‌তুন ফালাহা-
তোমাদেরকে "কালালার" ব্যাপারে বিধান দিচ্ছেন– যদি কোন লোক মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার একটি বোন থাকে, তবে সে তার

نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

নিস্বফু মা- তারাক, ওয়া হুওয়া ইয়ারিছুহা~ইল্ লাম ইয়াকুল্লাহা- ওয়ালাদ ; ফাইন্ কা-নাতাছ্ নাতাইনি
পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে এবং যদি সে বোনের কোন সন্তান না থাকে তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দু' বোন

فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ

ফালাহুমাছ্ ছুলুছা-নি মিম্মা- তারাক ; ওয়া ইন্ কা-নূ~ইখ্‌ওয়াতার্ রিজ্বা-লাওঁ ওয়া নিসা—আন্ ফালিয্ যাকারি মিছ্‌লু
থাকলে তাদের দু'জনার জন্য তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিনভাগের দু' ভাগ। আর যদি তারা বহু ভাই বোন পুরুষ নারী থাকে, তবে এক পুরুষ দু' নারীর সমান

حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ ع

হ্বায্বিল উন্‌ছাইয়াইন ; ইউবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম আন্ তাদ্বিল্লূ ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইইন 'আলীম।
অংশ পাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে (দ্বীনের বিধান) বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

২৪ ৪(১৭) রুকূ

সূরা মা-য়িদাহ মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১২০ রুকূ ঃ ১৬

মঞ্জিল ২

① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~আওফূ বিল 'উকূদ ; উহিল্লাত্ লাকুম্ বাহীমাতুল আন্'আ-মি ইল্লা-

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা অংগীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া যা পরে,

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○

মা- ইউত্‌লা- 'আলাইকুম গাইরা মুহিল্লিস্ব স্বাইদি ওয়া আন্তুম হুরুম ; ইন্নাল্লা-হা ইয়াহ্‌কুমু মা- ইউরীদ।

তোমাদের জন্য বর্ণিত হচ্ছে। তবে ইহ্‌রাম থাকা অবস্থায় শিকার করাকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তাই হুকুম করেন।

② يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا

২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তুহিল্লূ শা'আ—ইরাল্লা-হি ওয়ালাশ্ শাহ্‌রাল হারা-মা ওয়ালাল

(২) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে অসম্মান কর না এবং পবিত্র মাসসমূহেরও না এবং কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুরও না, আর

الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَاۤ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ

হাদ্‌ইয়া ওয়ালাল্ ক্বালা—ইদা ওয়ালা~আ—মীনাল বাইতাল্ হারা-মা ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্বলাম মির্

গলায় চিহ্ন দেয়া পশুরও না এবং তাদেরও না, যারা পবিত্র ঘরে যাবার ইচ্ছা করে, স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষের উদ্দেশ্যে।

✪ টীকা (আঃ ১) ঃ মর্ম এই যে, মানুষ যখন ইসলামে দীক্ষিত হল, তখন সাধারণতঃ সে আল্লাহ এবং রাসূলের সমুদয় হুকুম স্বীকার করে নিল। এক্ষণে অত্র স্থলে বিশেষ বিশেষ হুকুম প্রদান পূর্বক সম্পূর্ণ অঙ্গীকার পূরণের তাকীদ হচ্ছে। ✪ টীকা (আঃ ২) ঃ الشهر الحرام ঃ সম্মানিত মাস চারটি– যুলকাদা, যুলহিজ্জা, মুহররম ও রজব। এর সম্মান রক্ষার অর্থ এ সময় অন্যান্য মাস অপেক্ষা বেশী সৎ কাজ ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং অন্যায় অপকর্ম হতে বিরত থাকার চেষ্টা করা। ✪ টীকা (আঃ ২) ঃ القلائد ঃ এ শব্দটি قلادة -এর বহুবচন। অর্থ হার বা পট্টি, যা কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্ন স্বরূপ বেঁধে দেয়া হত। যাতে কুরবানীর পশু রূপে সবাই চিনতে পারে এবং তার ক্ষতি সাধন হতে বিরত থাকে। (তাঃ উসমানী)

رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ

রাব্বিহিম ওয়া রিদ্বওয়া-না-; ওয়া ইযা- হ্বালাল্‌তুম ফাস্বত্বা-দূ ; ওয়ালা-ইয়াজ্‌রিমান্নাকুম শানাআ-নু ক্বাওমিন্ আন্

আর যখন তোমরা ইহ্‌রাম খুলে ফেল তখন শিকার কর। আর যারা তোমাদেরকে মসজিদে হারামে আসতে বাধা দিয়েছিল সে সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ

স্বাদ্দূকুম 'আনিল্ মাস্‌জ্বিদিল হ্বারা-মি আন্ তা'তাদূ। ওয়া তা'আ-ওয়ানূ 'আলাল্ বির্‌রি ওয়াত্তাক্বওয়া-,

তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর নেক কাজে ও পরহেজগারীতে।

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

ওয়ালা- তা'আ-ওয়ানূ 'আলাল্ ইছ্‌মি ওয়াল 'উদ্‌ওয়া-ন, ওয়াত্তাক্বুল্লা-হ ; ইন্নাল লা-হা শাদীদুল 'ইক্বা-ব।

আর তোমরা পাপ কাজে ও সীমাতিক্রমে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।

৩ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

৩। হুর্‌রিমাত্ 'আলাইকুমুল মাইতাতু ওয়াদ্দামু ওয়া লাহ্বমুল খিন্‌যীরি ওয়ামা~উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহী

(৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা যবেহ করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে। আর শ্বাসরুদ্ধ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا

ওয়াল্ মুন্‌খানিক্বাতু ওয়াল্ মাওকূযাতু ওয়াল্ মুতারাদ্দিইয়াতু ওয়ান্নাত্বীহ্বাতু ওয়া মা~আকালাস্ সাবু'উ ইল্লা-

করে মারা পশু, আর আঘাতে মৃত পশু বা বা উঁচু স্থান হতে পতনে মৃত পশু, অথবা অন্যের শিং এর আঘাতে মৃত পশু এবং যাকে ভক্ষণ করেছে হিংস্র প্রাণী,

مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ

মা- যাক্কাইতুম, ওয়া মা- যুবিহ্বা 'আলান্ নুস্বুবি ওয়া আন্ তাস্‌তাক্বসিমূ বিল আয্‌লা-ম ; যা-লিকুম

তবে যে গুলোকে তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ছাড়া এবং যে পশু বলি দেয়া হয় দেবতার বেদির উপর এবং জুয়ার তীরের দ্বারা ভাগ নির্ধারণ করা হয়। এগুলো

فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ

ফিস্‌ক্ব ; আলইয়াওমা ইয়াইসাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ দীনিকুম ফালা- তাখ্‌শাওহুম ওয়াখ্‌শাওন ;

পাপ কার্য। আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন হতে নিরাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় পেয়ো না শুধু আমাকে ভয় কর।

○ এক চতুর্থাংশ ৭ ওয়াক্বফে লাযেম

○ টীকা (আঃ ৩) ঃ এই আয়াত হাজ্জাতুল বেদা (হযরতের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী হজ্জ) দিবসে আরাফাতে অবতীর্ণ। হাজীদেরকে শিকার করতে এবং গাছ-পালা ভাঙ্গতে ও উপড়াতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য এটাই মনে হয় যে, দেশ গাছ-পালা ও লতা-পাতা এবং হালাল জীব-জন্তু দ্বারা সুশোভিত ও আবাদ হয়; আরবের ন্যায় বিশুষ্ক মরুদেশে এর আবশ্যকতা চিরকালই রয়েছে। পক্ষান্তরে হজ্জ একটি উন্নতশ্রেণীর এবাদত। সুতরাং এবাদত অবস্থায় কোন জীবকে শিকার করা নিষিদ্ধও বটে।

بالازلام – আরবের অধিবাসীগণ কোনও কার্যোপলক্ষে প্রবাস-গমনেচ্ছু হলে তৎপূর্বে তিনটি তীর তিন প্রকার মননে তীর-দানীতে রেখে দিত। প্রথম তীরে "অমুক কার্যস্থ করব" এই মনন করা হত। দ্বিতীয় তীরে "অমুক কার্য করব না" এটা মনন করা হত। তৃতীয় তীরে "মনকার্যে ভুল হওয়া সম্ভব" এই মনন করা হত। তারপর যদি প্রথম তীর হিস্যায় আসত, তবে সন্তুষ্ট মনে সেই কার্যে গমন করত। আর যদি দ্বিতীয় তীর হিস্যায় আসত; তবে কখনই সে কার্যে গমন করত না। আর যদি তৃতীয় তীর হাতে উঠত তবে পুনর্বার সেই কার্য করত। তাদের জবেহকৃত উষ্ট্র মাংস বন্টনেও এই ভাবের তীরের জুয়া চলত। জুয়া যে প্রকারের হোক আর যে উদ্দেশ্যে হোক, আল্লাহ্ তা সুস্পষ্ট হারাম করে দিয়েছেন। এ প্রকার "ফাল" ইত্যাদিও জুয়ার অন্তর্গত বিধায় হারাম।

على النصب – পূজাদির জন্য (দেবতার বেদি) প্রতিষ্ঠিত উচ্চভূমি, যেখানে মুশরিকরা মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ

আল্ ইয়াওমা আক্মাল্তু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্মাম্তু 'আলাইকুম নি'মাতী ওয়া রাদ্বীতু লাকুমুল্

আজ তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করেদিলাম এবং আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য

الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ

ইস্লা-মা দীনা- ; ফামানিদ্বত্বুর্রা ফী মাখ্মাছাতিন্ গাইরা মুতাজা-নিফিল লিইছ্মিন্ ফাইন্নাল্লা-হা

ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে, তখন নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا

গাফূরুর রাহ্বীম। ৪। ইয়াস্আলূনাকা মা-যা~উহ্বিল্লা লাহুম ; কুল উহ্বিল্লা লাকুমুত্ ত্বাইয়ি বা-তু ওয়ামা-

দয়ালু। (৪) লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তুই হালাল করা হয়েছে এবং

عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۬ فَكُلُوْا مِمَّآ

'আল্লাম্তুম্ মিনাল জ্বাওয়া-রিহ্বি মুকাল্লিবীনা তু'আল্লিমূনাহুন্না মিম্মা- 'আল্লামাকুমুল্লা-হু ফাকুলূ মিম্মা~

যে সব শিকারী জন্তুকে শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য তোমরা শিক্ষা দান করেছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন সে

اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ

আম্সাক্না 'আলাইকুম ওয়ায্কুরুস্ মাল্লা-হি 'আলাইহ, ওয়াত্তাকুল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল

পদ্ধতিতে, এরূপ জানোয়ার যা তোমাদের জন্য ধরে নিয়ে আসে তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম লও। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর

الْحِسَابِ ﴿٥﴾ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

হ্বিসা-ব। ৫। আল ইয়াওমা উহ্বিল্লা লাকুমুত্ ত্বাইয়্যিবা-ত ; ওয়া ত্বা'আ-মুল্ লাযীনা উতুল

হিসাব গ্রহণকারী। (৫) আজ তোমাদের জন্য পবিত্র সকল বস্তু হালাল করা হল। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে

الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۬ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ

কিতা-বা হ্বিল্লুল লাকুম, ওয়া ত্বা'আ-মুকুম হ্বিল্লুল লাহুম, ওয়াল্ মুহ্ছ্বানা-তু মিনাল্ মু'মিনা-তি

সেসব লোকের যবেহকৃত খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের যবেহকৃত খাদ্যও তাদের জন্য হালাল, আর মুসলমান সতীসাধ্বী নারী এবং তোমাদের

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

ওয়াল্ মুহ্ছ্বানা-তু মিনাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বাব্লিকুম ইযা~আ-তাইতুমূহুন্না

পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে সতীসাধ্বী নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হল, যদি

اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ

উজূরাহুন্না মুহ্ছ্বিনীনা গাইরা মুসা-ফিহ্বীনা ওয়ালা- মুত্তাখিযী~আখ্দা-ন ; ওয়া মাই

তোমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধের জন্য তাদের মহর আদায় করে থাক। কার্য চরিতার্থ বা গোপন প্রণয়ের জন্য নয়। আর যে

يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥ ع ١ ٥

ইয়াক্ফুর বিল ঈমা-নি ফাক্বাদ্ হ্বাবিত্বা 'আমালুহূ ওয়া হুওয়া ফিল আ-খিরাতি মিনাল্ খা-সিরীন। রুকূ ৫

ঈমানকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয় তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে পরকালেও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে।

۝٦ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা- কুম্তুম ইলাস্ব স্বালা-তি ফাগ্সিলূ উজূহাকুম

(৬) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে ইচ্ছা কর, তখন তোমাদের মুখমন্ডল

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى

ওয়া আইদিইয়াকুম ইলাল্ মারা-ফিক্বি ওয়াম্সাহূ বিরুউসিকুম ওয়া আর্জুলাকুম ইলাল

ও তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মোসেহ কর এবং তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত

الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ

কা'বাইন ; ওয়া ইন্ কুন্তুম যুনুবান্ ফাত্ত্বাহ্হারূ ; ওয়া ইন্ কুন্তুম মারদ্বা~আও 'আলা- সাফারিন

কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাক, তবে (সমস্ত শরীর) পবিত্র করে নাও। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা

اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا

আও জ্বা—আ আহ্বাদুম্ মিনকুম মিনাল গা—ইত্বি আও লা-মাস্তুমুন্ নিসা—আ ফালাম তাজ্বিদূ মা—আন্ ফাতাইয়াম্মামূ

তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, অনন্তর তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম

صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ

স্বা'ঈদান ত্বাইয়্যিবান ফাম্সাহূ বিউজূহিকুম ওয়া আইদীকুম্ মিন্হ ; মা- ইউরীদুল্লা-হু

কর, তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হাতসমূহ মসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন কঠোরতা

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ

লিইয়াজ্'আলা 'আলাইকুম মিন্ হ্বারাজিঁও ওয়ালা-কিঁই ইউরীদু লিইউত্বাহ্হিরাকুম ওয়া লিইউতিম্মা নি'মাতাহূ 'আলাইকুম

আরোপ করতে চান না। বরং আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত সম্পূর্ণ করতে চান,

---

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ

লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৭। ওয়ায্কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়া মীছা-ক্বাহুল্ লাযী ওয়া ছাক্বাকুম

যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (৭) আর তোমরা স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর নেয়ামতকে এবং সে অঙ্গীকারকে যা তিনি তোমাদের কাছ

بِهٖۤ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٨

বিহী~ইয্ ক্বুলতুম সামি'না-ওয়া আত্বা'না, ওয়াত্তাক্বুল্লা-হ- ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব স্বুদূর।

থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলে- আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন।

⑧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ কূনূ ক্বাওয়্যা-মীনা লিল্লা-হি শুহাদা—আ বিল্ ক্বিস্ত্বি ওয়ালা- ইয়াজ্রিমান্নাকুম

(৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা দৃঢ় থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শক্রতা তোমাদেরকে

شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

শানাআ-নু ক্বাওমিন 'আলা~আল্লা- তা'দিলূ ; ই'দিলূ হুওয়া আক্ব্রাবু লিত্তাক্ওয়া-, ওয়াত্তাকুল্ লা-হ ;

যেন কখনো সুবিচার না করার জন্য প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর, সেটা পরহেজগারীর অতি নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑨ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ

ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম্ বিমা- তা'মালূন। ৯। ওয়া'আদাল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত। (৯) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাঁদের জন্য

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

লাহুম্ মাগ্ফিরাতুওঁ ওয়া আজ্রুন 'আযীম। ১০। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়া কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা~উলা—ইকা

আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের। (১০) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑪ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

আস্বহ্বা-বুল্ জ্বাহ্বীম। ১১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুয্ কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম

বলেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। (১১) হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ কর।

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

ইয্ হাম্মা ক্বাওমুন আইঁ ইয়াব্সুত্বূ~ইলাইকুম আইদিইয়াহুম ফাকাফ্ফা আইদিইয়াহুম 'আন্কুম, ওয়াত্তাকুল্লা-হ ;

যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হস্ত প্রসারিত করতে চেয়েছিল, তখন তিনি তোমাদের থেকে তাদের হস্তগুলো প্রতিহত করলেন।

রুকূ ৬ ع ৬ ২

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑫ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ع

ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়া তাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন। ১২। ওয়া লাক্বাদ্ আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বা বানী~ইস্রা—ঈল,

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর মুমিনগণের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (১২) আর নিশ্চয় আল্লাহ বনী ঈসরাঈলদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ

ওয়া বা'আছ্না- মিনহুমুছ্নাই 'আশারা নাক্বীবা- ; ওয়া ক্বা-লাল্লা-হু ইন্নী মা'আকুম ; লাইন্ আক্বাম্তুমুস্ব

আর আমি তাদের মধ্য হতে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আর আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা যদি

✪ টীকা (আঃ ১১) ঃ এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণিত একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। ইহুদীদের একটি দল, রাসূল (সা) ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের এক ভোজের আমন্ত্রণ করেছিল এবং গুপ্তভাবে এই ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আকস্মিকভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু যথাসময়ে খোদার অনুগ্রহে এই ষড়যন্ত্রের কথা রাসূলে করীম (সা) জানতে পেরেছিলেন ও নিমন্ত্রণে তারা উপস্থিত হন নি। ✪ টীকা (আঃ ১২) ঃ اثنى عشر ঃ (বারজন নেতা) বনী ঈসরাঈলের ১২টি গোত্র ছিল। হযরত মূসা (আ) ১২ গোত্রের জন্য ১২জন নেতা মনোনীত করেছিলেন। (কুঃ কারীম)

الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ

স্বালা-তা ওয়া আ-তাইতুমুয্ যাকা-তা ওয়া আ-মান্তুম্ বিরুসুলী ওয়া 'আয্যারতুমূহুম ওয়া আক্বরাদ্বতুমুল্লা-হা
সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম কর্জ দাও,

قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

ক্বারদ্বান হাসানাল্ লাউকাফ্‌ফিরান্না 'আন্‌কুম সাইয়্যিআ-তিকুম ওয়া লাউদ্‌খিলান্নাকুম জান্না-তিন তাজ্‌রী
তবে অবশ্যই আমি তোমাদের গুনাহ তোমাদের থেকে দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব এমন জান্নাতে,

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

মিন্ তাহ্‌তিহাল আনহা-র, ফামান্ কাফারা বা'দা যা-লিকা মিন্‌কুম ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা সাওয়া—আস সাবীল।
যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এরপরেও যে তোমাদের মধ্য হতে কুফরী করবে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে।

﴿١٣﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ

১৩। ফাবিমা- নাক্বদ্বিহিম্ মীছা-ক্বাহুম লা'আন্না-হুম ওয়া জা'আল্‌না- ক্বুলূবাহুম ক্বা-সিইয়াহ, ইয়ুহার্‌রিফূনাল
(১৩) অতঃপর তাদের অংগীকার ভংগের কারণে আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করেছি এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠিন করে দিয়েছি। তারা

الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى

কালিমা 'আম্ মাওয়া-দ্বি'ঈহী ওয়া নাসূ হাজ্বযাম মিম্মা- যুক্‌কিরু বিহ্, ওয়ালা- তাযা-লু তাত্ত্বালি'উ 'আলা-
বাক্যের অর্থ যথাস্থান থেকে বদলিয়ে দেয়। এবং তাদেরকে যে বিষয় উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার থেকে কিছু অংশ ভুলে গিয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের

خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

খা—ইনাতিম্ মিন্‌হুম ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিন্‌হুম ফা'ফু 'আন্‌হুম ওয়াস্বফাহ্ ; ইন্নাল্লা-হা ইউহিব্বুল
বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবহিত হবেন, তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও ছেড়ে দিন, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا

মুহ্‌সিনীন। ১৪। ওয়া মিনাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্না- নাস্বা-রা~আখায্‌না- মীছা-ক্বাহুম ফানাসূ
ভালবাসেন। (১৪) আর যারা বলে, আমরা 'খ্রিষ্টান', আমি তাদের থেকেও অংগীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদেরকে যে বিষয়

حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ

হাজ্বযাম মিম্মা- যুক্‌কিরূ বিহ্, ফাআগ্‌রাইনা- বাইনাহুমুল 'আদা-ওয়াতা ওয়াল্ বাগ্‌দ্বা—আ ইলা- ইয়াওমিল ক্বিইয়া-মাহ ;
উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার এক অংশ ভুলে গিয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা ও হিংসা কিয়ামত পর্যন্ত লাগিয়ে রেখেছি।

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٥﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ

ওয়া সাওফা ইউনাব্বিউহুমুল্লা-হু বিমা- কা-নূ ইয়াস্বনা'উন। ১৫। ইয়া~আহ্‌লাল কিতা-বি ক্বাদ্ জা—আকুম
আর তারা যা কিছু করত, তা আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। (১৫) হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে

رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن

রাসূলুনা-ইউবাইয়্যিনু লাকুম কাছীরাম মিম্মা- কুন্তুম তুখ্ফূনা মিনাল কিতা-বি ওয়া ইয়া'ফু 'আন্
আমার রাসূল এসেছেন। তিনি তোমাদের কাছে অনেক বিষয় বর্ণনা করেন, যা তোমরা কিতাব থেকে গোপন করছিলে। আর অনেক বিষয় ছেড়ে

كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ

কাছীর ; ক্বাদ জা—আকুম্ মিনাল্লা-হি নূরুওঁ ওয়া কিতা-বুম্ মুবীন। ১৬। ইয়াহ্দী বিহিল্লা-হু মানি
দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের নিকট নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। (১৬) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে

اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

ত্তাবা'আ রিদ্বওয়া-নাহূ সুবুলাস্ সালা-মি ওয়া ইউখ্রিজুহুম মিনায্ যুলুমা-তি ইলান্ নূরি বিইযনিহী
তাদেরকে আল্লাহ এর দ্বারা শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তাঁদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় আঁধার থেকে বের করে আলোর দিকে

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ

ওয়া ইয়াহ্দীহিম ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম। ১৭। লাক্বাদ্ কাফারাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল মাসীহুব্নু
আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (১৭) নিশ্চয় যারা কুফরী করল, তারা বলে, মসীহ

مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ

মারইয়াম ; কুল ফামাই ইয়াম্লিকু মিনাল্লা-হি শাইআন্ ইন্ আরা-দা আই ইউহ্লিকাল্ মাসীহ্বাব্না
ইবনে মারইয়াম আল্লাহ। আপনি বলুন, যদি আল্লাহ্ মসীহ ইবনে মারইয়াম, তাঁর মাতাকে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব ধ্বংস

مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

মারইয়ামা ওয়া উম্মাহূ ওয়া মান্ ফিল আর্দ্বি জ্বামী'আ- ; ওয়া লিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি
করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কার আছে? আসমান ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু

وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ

ওয়ামা- বাইনাহুমা- ; ইয়াখ্লুকু মা- ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ১৮। ওয়া ক্বা-লাতিল ইয়াহূদু
আছে তার উপর একমাত্র আল্লাহরই আধিপত্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১৮) ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা বলে,

وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ

ওয়ান্নাস্বা-রা- নাহ্নু আবনা—উল্লা-হি ওয়া আহ্ব্বা—উহ ; কুল ফালিমা ইউ'আয্যিবুকুম্ বিযুনূবিকুম ;
আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র। আপনি বলুন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের গুনাহের জন্য শাস্তি দেবেন কেন?

بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَلِلَّهِ

বাল্ আন্তুম্ বাশারুম্ মিম্মান খালাক্ব ; ইয়াগ্ফিরু লিমাই ইয়াশা—উ ওয়া ইউ'আয্যিবু মাই ইয়াশা—উ ; ওয়া লিল্লা-হি
বরং তোমরাও তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন আর যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহরই

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (১৯) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ

মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা, ওয়া ইলাইহিল মাস্বীর। ১৯। ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি
কর্তৃত্ব আসমান, যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তাতে। আর তাঁর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) হে আহলে কিতাব!

قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا

ক্বাদ্ জ্বা—আকুম রাসূলুনা- ইউবাইয়্যিনু লাকুম 'আলা- ফাত্রাতিম্ মিনার্ রুসুলি আন্ তাকূলূ মা-
রাসূলগণের আগমন ধারা মুলতবি হওয়ার পর মুহূর্তে তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা বলতে

جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

জ্বা—আনা- মিম্ বাশীরিওঁ ওয়ালা- নাযীর, ফাক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ বাশীরুওঁ ওয়া নাযীর ; ওয়াল্লা-হু 'আলা-কুল্লি
না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী আসেনি। (এখন তো) তোমাদের কাছে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী এসেছেন। আর আল্লাহ সব

شَيْءٍ قَدِيْرٌ (২০) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ ع ৩ ৮ ৭ রুকূ

শাইয়িন ক্বাদীর। ২০। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমিযকুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ইয্
কিছুর উপর পূর্ণক্ষমতাবান। (২০) আর স্মরণ করুন! যখন মূসা তার কওমকে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর।

جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ق وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ

জ্বা'আলা ফীকুম আম্বিইয়া—আ ওয়া জ্বা'আলাকুম্ মুলূকাওঁ ওয়া আ-তা-কুম্ মা- লাম ইউ'তি আহ্বাদাম্ মিনাল
যখন তিনি তোমাদের ভেতর থেকে বহু নবী নির্বাচন করলেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যেশ্বর করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন, যা বিশ্বের বুকে

الْعٰلَمِيْنَ (২১) يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا

'আ-লামীন। ২১। ইয়া-ক্বাওমিদ্ খুলুল্ আর্দ্বাল মুক্বাদ্দাসাতাল্ লাতী কাতাবাল্লা-হু লাকুম ওয়ালা-
অন্য কাউকে দেননি (২১) হে আমার কওম! তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। আর তোমরা

تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (২২) قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا

তারতাদ্দূ 'আলা~আদ্বা-রিকুম ফাতান্ক্বালিবূ খা-সিরীন। ২২। ক্বা-লূ ইয়া-মূসা~ইন্না ফীহা- ক্বাওমান্
পশ্চাতের দিকে ফিরে যেও না, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (২২) তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো এক শক্তিশালী

جَبَّارِيْنَ ق وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا

জ্বাব্বা-রীন, ওয়া ইন্না- লান্নাদ্খুলাহা- হাত্তা- ইয়াখ্রুজু মিন্হা-, ফাইঈঁ ইয়াখ্রুজু মিন্হা- ফাইন্না-
জাতি রয়েছে। তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না। তবে তারা সেখান থেকে বের হলে, আমরা অবশ্যই

✪ টীকা (আঃ ১৯) ঃ অর্থাৎ যদি তোমরা এই সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীর কথা না মানো তবে মনে রেখো আল্লাহ তা'আলা সর্বক্ষম ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিনা বাধায় যে কোন শাস্তি ইচ্ছা করেন তোমাদের দান করতে পারেন। ✪ টীকা (আঃ ১৯) ঃ على فترة من الرسل ঃ সুদীর্ঘ বিরতির পর রাসূলের আগমন ঘটেছে। অর্থাৎ ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের মাঝখানে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ দু' নবীর আগমনের মধ্যে কতকাল অতিবাহিত হয়েছে সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ঈসা (আ)-এর পর ছয়শ বছর নবুওয়াতের ধারা বন্ধ ছিল। কেউ বলেন, পাঁচশত ষাট বছর, কেউ বলেন, পাঁচশত চল্লিশ বছর, কেউ বলেন, চারশ ত্রিশ বছর। (তাঃ ইবনে কাছীর)

دٰخِلُوْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا

দা-খিলূন। ২৩। ক্বা-লা রাজুলা-নি মিনাল্ লাযীনা ইয়াখা-ফূনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিমাদ্খুলূ
সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত। (২৩) (আল্লাহ) ভীরুদের মধ্য হতে দু' ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করছিলেন। তোমরা

عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا

'আলাইহিমুল বা-ব, ফাইযা- দাখাল্তুমূহু ফাইন্নাকুম গা-লিবূন, ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাতাওয়াক্কালূ~
তাদের ওপর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। অনন্তর যখন তোমরা দরজায় প্রবেশ করবে, নিশ্চয়ই তোমরা বিজয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর,

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا

ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন। ২৪। ক্বা-লূ ইয়া-মূসা~ইন্না- লান্ নাদ্খুলাহা~আবাদাম্ মা-দা-মূ ফীহা-
যদি তোমরা মুমিন হও, (২৪) তারা বলল, হে মূসা! আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না যে পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ

ফায্হাব্ আন্তা ওয়া রাব্বুকা ফাক্বা-তিলা~ইন্না- হা-হুনা- ক্বা-'ইদূন। ২৫। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী লা~আম্লিকু
আপনার প্রতিপালক সেখানে যান এবং উভয়ে লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসে রলাম। (২৫) (মূসা আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজসত্তা ও

اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فَاِنَّهَا

ইল্লা- নাফসী ওয়া আখী ফাফ্রুক্ব বাইনানা- ওয়া বাইনাল ক্বাওমিল ফা-সিক্বীন। ২৬। ক্বা-লা ফাইন্নাহা-
আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া অন্য কারো উপরই ক্ষমতা রাখি না। সুতরাং আপনি আমাদের ও অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন। (২৬) আল্লাহ বললেন,

مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى

মুহার্‌রামাতুন 'আলাইহিম আরবা'ঈনা সানাহ, ইয়াতীহূনা ফিল আর্‌দ্ব ; ফালা- তা'সা 'আলাল্
তাদের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ ভু-খণ্ড নিষিদ্ধ করা হলো। তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং আপনি এ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের

الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

ক্বাওমিল ফা-সিক্বীন। ২৭। ওয়াত্লু 'আলাইহিম নাবাআব্ নাই আ-দামা বিল্ হাক্ব্ক্ব। ইয্ ক্বার্‌রাবা- কুর্‌বা-নান্
জন্য দুঃখ করবেন না। (২৭) আর আপনি আদমের দু'পুত্রের বিবরণ যথাযথভাবে তাদেরকে শোনিয়ে দিন। যখন তারা উভয়ে এক একটি কুরবানী

فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ

ফাতুকুব্বিলা মিন্ আহাদিহিমা- ওয়া লাম ইয়ুতাক্বাব্বাল মিনাল আ-খার ; ক্বা-লা লাআক্বতুলান্নাক ; ক্বা-লা
করল, এবং তন্মধ্য হতে একজনার কুরবানী কবুল হল আর দ্বিতীয় জনেরটি কবুল হল না। সে বলতে লাগল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। সে বলল,

৪/৭ রুকু ৮ ওয়াক্বফে লাযেম

✪ টীকা (আঃ ২৫) ঃ فانها محرمة ঃ মূসা (আ) যখন বনী ঈসরাঈলদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করেছিলেন তখন তারা তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করার ফলে তীহ ময়দানে তাদেরকে প্রায় বন্দী করে রাখা হয় এবং চল্লিশ বছরের মধ্যে অন্য কোথাও বের হওয়া তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। সে উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা উদভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকে। সীমানা পার হয়ে বের হওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ ও অসাধ্য ছিল। (তাঃ ইবনে কাছীর)

✪ টীকা (আঃ ২৭) ঃ হাবীল একটি সুন্দর দুম্বা আনয়ন করেছিল এবং কাবীল আনয়ন করেছিল কতগুলো শস্যের খোসা। তা এনে একস্থানে রেখে দিল। আকাশ হতে অগ্নিশিখা এসে হাবীলের মান্নত সেই দুম্বাটি পুড়ায়ে দিল। সে সময় এটাই কবুল হওয়ার আলামত ছিল। (তাঃ আশরাফী)

অর্ধাংশ ◐

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي

ইন্নামা- ইয়াতাক্বাব্বালুল্লা-হু মিনাল মুত্তাক্বীন। ২৮। লাইম্ বাসাত্বতা ইলাইয়্যা ইয়াদাকা লিতাকৃতুলানী

আল্লাহ শুধু পরহেজগারদের থেকেই (কুরবানী) কবুল করেন। (২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য, আমার দিকে

مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

মা~আনা বিবা-সিত্বিইঁ ইয়াদিইয়া ইলাইকা লিআক্বতুলাক, ইন্নী~আখা-ফুল্লা-হা রাব্বাল্ 'আ-লামীন।

হাত বাড়াও, তথাপি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার দিকে হাত বাড়াব না। নিশ্চয় আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ

২৯। ইন্নী~উরীদু আন্ তাবূ—আ বিইছ্মী ওয়া ইছ্মিকা ফাতাকূনা মিন্ আস্বহা-বিন্ নার, ওয়া যা-লিকা

(২৯) আমি তো চাই যে, আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহ তুমিই বহন করে নাও, অতঃপর তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হও। আর এটাই জালিমদের প্রতিফল

جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

জ্বাযা—উয্ যা-লিমীন। ৩০। ফাত্বাওয়া'আত্ লাহূ নাফ্সুহু ক্বাত্‌লা আখীহি ফাক্বাতালাহূ ফাআস্ববাহ্বা মিনাল খা-সিরীন।

হয়ে থাকে। (৩০) অতঃপর তার অন্তর তাকে নিজ ভাইকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করল। অতএব সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতি গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।

﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ

৩১। ফাবা'আছাল্লা-হু গুরা-বাইঁ ইয়াব্‌হাছু ফিল আরদ্বি লিইউরিইয়াহূ কাইফা ইউওয়া-রী সাওআতা আখীহ ;

(৩১) অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে মাটি খনন করতে লাগল, ভাই-এর মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করতে হয় তা শেখাবার জন্য।

قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ

ক্বা-লা ইয়া- ওয়াইলাতা~আ'আজ্বাযতু আন্ আকূনা মিছ্লা হা-যাল গুরা-বি ফাউওয়া-রিইয়া সাওআতা আখী,

সে বলল, হায় আফসোস! আমি কি এই কাকের মতও হতে অক্ষম হলাম যে, আমার ভাইয়ের মৃতদেহ আবৃত করতে পারি।

فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ

ফাআস্ববাহ্বা মিনান্ না-দিমীন। ৩২। মিন আজ্‌লি যা-লিক, কাতাব্‌না- 'আলা- বানী~ইস্‌রা—ঈলা আন্নাহূ

ফলে সে অনুতপ্ত হলো। (৩২) এ কারণেই আমি বনী ঈসরাঈলদের প্রতি এ বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি যে, যদি কেউ

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

মান্ ক্বাতালা নাফ্‌সাম বিগাইরি নাফসিন্ আও ফাসা-দিন্ ফিল আরদ্বি ফাকাআন্নামা- ক্বাতালান্ না-সা

কাউকে হত্যা করে, অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, অথবা পৃথিবীতে অনিষ্টকর কার্য করা ব্যতীত, তবে সে যেন সকল লোককেই হত্যা করল।

✪ টীকা (আঃ ৩০) ঃ কাবীল ও হাবীলের ঘটনা ঃ কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে ছিল। একদিন হাবীল পাহাড়ের উপর পশু চরাতে চরাতে ঘুমিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে কাবীল এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে একটি পাথর উঠিয়ে তার মাথায় নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তিনি সে স্থানে মারা যান। সে তাকে হত্যা করে খোলা আকাশের নীচে রেখে আসছিল। কারণ সমাধিস্থ করার নিয়ম তার জানা ছিল না। এ সময় আল্লাহ তায়ালা দু'টি কাক প্রেরণ করেন, যারা পরস্পরে সম্পর্কীয়। কাক দুটির একটি অপরটিকে মেরে ফেলল। অতঃপর জীবিত কাকটি একটি গর্ত খনন করে তার মধ্যে মৃত কাকটিকে রেখে মাটি দিয়ে চাপা দিল। অতঃপর সে (কাবিল) কাকের কাছে শিখে তার ভায়ের মৃত দেহ অনুরূপ ভাবে রাখল। (তাঃ ইবনে কাছীর)

جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا

জ্বামী'আ-; ওয়া মান্ আহ্ইয়া-হা- ফাকাআন্নামা~আহ্ইয়ান্ না-সা জ্বামী'আ-; ওয়া লাক্বাদ জ্বা—আত্হুম রুসুলুনা-
আর যে ব্যক্তি কারো প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। আর বনী ঈসরাঈলদের প্রতি আমার রাসূলগণ

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ○

বিল বাইয়্যিনা-তি ছুম্মা ইন্না ক্বাছীরাম মিনহুম বা'দা যা-লিকা ফিল্ আরদ্বি লামুস্রিফূন।
স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিলেন। তারপরও তাদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীতে সীমালংঘনকারী রয়ে গেল।

٣٣ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

৩৩। ইন্নামা- জ্বাযা—উল্ লাযীনা ইউহা-রিবূনাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়া ইয়াস্'আওনা ফিল্ আরদ্বি
(৩৩) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি

فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

ফাসা-দান আই ইউক্বাত্তালূ~আও ইউস্বাল্লাবু~আও তুক্বাত্তা'আ আইদীহিম ওয়া আর্জুলুহুম্ মিন্ খিলা-ফিন্
এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা তাদেরকে শূলবিদ্ধ করানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

আও ইউন্ফাও মিনাল্ আর্দ্ব ; যা-লিকা লাহুম খিয্ইউন্ ফিদ্ দুনইয়া- ওয়া লাহুম ফিল্ আ-খিরাতি
ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে। আর এটা তো তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা, আর পরকালে

عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ

'আযা-বুন্ 'আযীম। ৩৪। ইল্লাল্ লাযীনা তা-বূ মিন্ ক্বাব্লি আন্ তাক্বদিরূ 'আলাইহিম,
তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (৩৪) কিন্তু তারা ব্যতীত, তোমাদের আয়ত্তে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে।

রুকূ ৯ ع ৮ ৫ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا

ফা'লামূ~আন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম। ৩৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়াব্তাগূ~
জেনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৫) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তাঁর সান্নিধ্য

إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٦ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ইলাইহিল ওয়াসীলাতা ওয়া জ্বা-হিদূ ফী সাবীলিহী লা'আল্লাকুম তুফ্লিহূন। ৩৬। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ
লাভের উপায় অন্বেষণ কর। আর তাঁর রাস্তায় জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৩৬) যারা কুফরী করেছে

○ শানে নুযূল (আঃ ৩৩) ঃ হিজরী ষষ্ঠ বর্ষে উরাইনার কতিপয় লোক এসে ইসলাম গ্রহণপূর্বক মদীনায় বাস করছিল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া সহ্য না হওয়ায় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। হুযূর (সা)-এর নিজস্ব পনরটি উট শহরের বাইরে এক বাগানে গোলাম ইয়াসার (রা)-এর রক্ষণাধীনে ছিল। এদেরকে তথায় পাঠিয়ে দেয়া হল, যেন উটের দুগ্ধ ও মূত্র খেয়ে রোগমুক্ত হয়। এরা কিছুদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হয়ে উটগুলি নিয়ে পলায়ন করতে লাগল। ইয়াসার (রা) পশ্চাদ্ধাবন করলে তারা তাঁকে ধরে হাত পা কেটে এবং চক্ষু ও জিহ্বায় কাঁটা বেঁধে শহীদ করল। সংবাদ পেয়ে হুযূর (সা) ইবনে জাবেরের নেতৃত্বে বিশ জন অশ্বারোহী পাঠালেন। তাঁরা তাদেরকে ধরে হুযূরের দরবারে হাযির করলেন, এই ডাকতদের শাস্তি বিধানের জন্য এই আয়াতগুলি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ

লাও আন্না লাহুম্ মা- ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আওঁ ওয়া মিছ্লাহূ মা'আহূ লিইয়াফতাদূ বিহী মিন্ 'আযা-বি ইয়াওমিল্

তাদের জন্য যদি পৃথিবীর ভেতরে যা কিছু আছে তা এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো জিনিস থাকে, আর তা কিয়ামতের শাস্তি হতে মুক্তি পণ

الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا

ক্বিইয়া-মাতি মা- তুকুব্বিলা মিন্হুম, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ৩৭। ইউরীদূনা আইঁ ইয়াখ্রুজু

হিসেবে প্রদান করে, তবুও তা তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৩৭) তারা দোযখের

مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَالسَّارِقُ

মিনান্ না-রি ওয়া মা-হুম বিখা-রিজ্বীনা মিন্হা, ওয়া লাহুম 'আযা-বুম্ মুক্বীম। ৩৮। ওয়াস্ সা-রিকু

আগুন থেকে বের হবার কামনা করবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে কখনো বের হতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। (৩৮) পুরুষ চোর

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

ওয়াস্ সা-রিক্বাতু ফাক্বত্বা'উ~আইদিইয়াহুমা- জ্বাযা—আম্ বিমা- কাসাবা- নাকা-লাম্ মিনাল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু

ও মহিলা চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ। এটা আল্লাহর তরফ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর আল্লাহ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ

'আযীযুন হ্বাকীম। ৩৯। ফামান্ তা-বা মিম্ বা'দি যুল্মিহী ওয়া আস্বলাহ্বা ফাইন্নাল্লা-হা ইয়াতূবু 'আলাইহ ;

অতিশয় ক্ষমতাশীল, মহাবিজ্ঞ। (৩৯) কিন্তু অপরাধের পরে কেউ তওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে, নিশ্চয় আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন।

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ

ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহ্বীম। ৪০। আলাম তা'লাম আন্নাল্লা-হা লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব ;

নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৪০) আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ يٰأَيُّهَا

ইউ'আয্যিবু মাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াগ্ফিরু লিমাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৪১। ইয়া~আইয়্যুহার্

তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৪১) হে রাসূল!

الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسٰرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا

রাসূলু লা- ইয়াহ্বযুনকাল্ লাযীনা ইউসা-রি'উনা ফিল কুফ্রি মিনাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~আ-মান্না-

আপনাকে যেন চিন্তিত না করে (তাদের ব্যাপারে) যারা কুফরীতে দ্রুত ধাবিত হয়, যারা মুখে তো বলে আমরা ঈমান এনেছি,

✪ **শানে নুযূল (আঃ ৪১) ঃ** খায়বারের কোন ইয়াহূদী পরিবারের দুইজন বিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা করল। তাওরাতে এর শাস্তি হল 'সঙ্গেসার'। তারা মদীনায় এসে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নিকট এর বিধান কি? তিনি বললেন, "সঙ্গেসার'। তারা বলল, তাওরাতের বিধান তো এরূপ নয়, বরং ৪০ বেত এবং মুখে কালি মেখে গাধার পীঠে চড়ায়ে শহরে ঘুরানো। জিবরায়ীল (আ) এসে হুযূর (সা)-কে বললেন, এরা মিথ্যা বলছে। আপনি ইয়াহূদী আলেম ইবনে সুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করুন। জিজ্ঞাসা করলে ইবনে সূরিয়া বলল, তাওরাতেও সঙ্গেসারেরই বিধান। অতঃপর হুযূর (সা) রায় দিলেন, উভয়কে মসজিদের দরজার পার্শ্বে পাথর মেরে হত্যা করা হোক। এ সম্বন্ধে এ আয়াতগুলি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ

বিআফ্ওয়া-হিহিম ওয়া লাম তু'মিন্ কুলূবুহুম ; ওয়া মিনাল্ লাযীনা হা-দূ সাম্মা-'ঊনা লিল কাযিবি

অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে নি। আর ইয়াহুদীদের মধ্যে কতক এমন রয়েছে যারা অসত্য শ্রবণে অভ্যস্ত। তারা এমন এক

سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ

সাম্মা-'ঊনা লিক্বাওমিন আ-খারীনা লাম ইয়া'তূক ; ইউহাররিফূনাল কালিমা মিম্ বা'দি মাওয়া-দ্বি'ইহ,

সম্প্রদায়ের জন্য তারা কান পেতে শ্রবণ করে যারা আপনার কাছে আসে না। তারা শব্দগুলো সঠিকভাবে সাজানো থাকা সত্ত্বেও

يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ

ইয়াকূলূনা ইন্ উতীতুম হা-যা- ফাখুযূহু ওয়াইল্লাম তু'তাওহু ফাহ্যারূ ; ওয়া মাই ইউরিদি

সেগুলোর অর্থে বিকৃত রূপ দেয়। তারা বলে, তোমরা যদি এ রূপ বিধান পাও, তবে তা গ্রহণ কর। আর যদি না পাও, তবে বর্জন

اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ

ল্লা-হু ফিতনাতাহূ ফালান্ তাম্লিকা লাহূ মিনাল্লা-হি শাইআ- ; উলা—ইকাল্ লাযীনা লাম্ ইউরিদিল্লা-হু

করবে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনার কোন কিছুই করার নেই। আল্লাহ চান না

أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

আই ইউত্বাহ্হিরা কুলূবাহুম ; লাহুম ফিদ্ দুন্ইয়া- খিয্ইউঁও ওয়া লাহুম ফিল আ-খিরাতি 'আযা-বুন 'আযীম।

তাদের অন্তরকে পবিত্র করতে। ইহকালে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴿٤٢﴾

৪২। সাম্মা-'ঊনা লিল্ কাযিবি আক্কা-লূনা লিস্ সুহ্ত ; ফাইন্ জা—ঊকা ফাহ্কুম্ বাইনাহুম

(৪২) তারা মিথ্যা শ্রবণে খুব আগ্রহী এবং হারাম খাদ্যে অভিশয় আসক্ত। অতএব তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন

أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ

আও আ'রিদ্ব 'আন্হুম, ওয়া ইন্ তু'রিদ্ব 'আন্হুম ফালাই ইয়াদ্বুর্রূকা শাইআ- ; ওয়া ইন্

অথবা তাদের থেকে ফিরে থাকুন। যদি আপনি তাদের থেকে ফিরে থাকেন, তবে তারা আপনার বিন্দু মাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনি

حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٣﴾ وَكَيْفَ

হাকাম্তা ফাহ্কুম্ বাইনাহুম বিল ক্বিস্ত্ব ; ইন্নাল্লা-হা ইউহ্ব্বুল মুক্বসিত্বীন। ৪৩। ওয়া কাইফা

তাদের মধ্যে ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করবেন। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকেই ভালবাসেন। (৪৩) আর তারা

يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ

ইউহ্কিমূনাকা ওয়া 'ইন্দাহুমুত্ তাওরা-তু ফীহা- হুকমুল্লা-হি ছুম্মা ইয়াতাওয়াল্লাওনা মিম বা'দি যা-লিক ;

কিভাবে আপনার উপর ফয়সালার দায়িত্ব অর্পণ করবে? অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে।

وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ ع ৬ ১০ রুকূ

ওয়ামা~উলা~ইকা বিল মু'মিনীন। ৪৪। ইন্না~আন্‌যাল্‌নাত্ তাওরা-তা ফীহা- হুদাওঁ ওয়া নূর, ইয়াহ্কুমু

এর পরেও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারা কখনই ঈমানদার নয়। (৪৪) নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম যার ভেতর হেদায়াত ও নূর ছিল।

بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا

বিহান্ নাবিয়্যুনাল্ লাযীনা আস্‌লামূ লিল্লাযীনা হা-দূ ওয়ার্ রাব্বা-নিইয়্যূনা ওয়াল্ আহ্বা-রু বিমাস্

আল্লাহর অনুগত নবীগণ, তদনুযায়ী ইয়াহুদীদের হুকুম দিতেন। আর আল্লাহভক্তগণ ও জ্ঞানীগণও। এ কারণে যে, তাদেরকে

اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ

তুহ্‌ফিযূ মিন্ কিতা-বিল্লা-হি ওয়া কা-নূ 'আলাইহি শুহাদা—আ, ফালা- তাখ্‌শাউন্ না-সা

আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় কর না বরং আমাকেই ভয় কর।

وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

ওয়াখ্‌শাওনি ওয়ালা- তাশ্‌তারূ বিআ-ইয়া-তী ছামানান্ ক্বালীলা- ; ওয়ামাল্ লাম ইয়াহ্কুম্ বিমা~আন্‌যালাল্লা-হু

আর আমার আয়াতগুলোর বিনিময় তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ করো না। আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ

ফাউলা—ইকা হুমুল কা-ফিরূন। ৪৫। ওয়া কাতাব্‌না- 'আলাইহিম ফীহা~আন্নান্ নাফ্‌সা বিন্ নাফ্‌সি

না দিবে, তারাই পূর্ণ কাফির (৪৫) আর আমি তাদের জন্য তাতে (তাওরাতে) এ বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ,

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ

ওয়াল 'আইনা বিল 'আইনি ওয়াল্ আন্‌ফা বিল আন্‌ফি ওয়াল্ উযুনা বিল্ উযুনি ওয়াস্‌সিন্না বিস্‌সিন্নি

চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ

ওয়াল জুরূহা ক্বিস্বা-স্ব ; ফামান তাস্বাদ্দাক্বা বিহী ফাহুওয়া কাফ্‌ফা-রাতুল্ লাহ ; ওয়ামাল্ লাম ইয়াহ্কুম

এবং বিশেষ যখমের বদলে অনরূপ যখম। কিন্তু যে তা ক্ষমা করবে, তবে সে গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে। আর আল্লাহ যা

بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ

বিমা~আন্‌যালাল্লা-হু ফাউলা—ইকা হুমুয্ যা-লিমূন। ৪৬। ওয়া ক্বাফ্‌ফাইনা- 'আলা~আ-ছা-রিহিম্ বি'ঈসাব্‌নি

অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যে ফয়সালা না করে, তবে তারাই তো যালিম (৪৬) এবং আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম

○ টীকা (আঃ ৪৫) ঃ কয়েকটি জরুরী মাসআলা ঃ অন্যায়ভাবে হত্যা করার শাস্তি, হত্যা। ন্যায়ের জন্য করা জায়েয, ভুল-বশতঃ বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি কেছাছ নয় বরং দিয়ত অর্থাৎ খুনের জরিমানা। নিজের পুত্র, কন্যা ও গোলাম ব্যতীত ইতর ভদ্র নির্বিশেষে যাদেরকেই হত্যা করুক না কেন, খুনের শাস্তি কেছাছ হবে। পুত্র, কন্যা ও গোলামের ব্যবস্থা অন্যরূপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্তন ও যখম করার ক্ষেত্রে এবং নিজের সন্তান ও গোলামের বেলায় কেছাছ নেই। যে সকল যখমে ও অঙ্গচ্ছেদে তুল্য বদলা গ্রহণ সম্ভব নয়, তাতে ন্যায়বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী মীমাংসা হবে। হত্যার বিনিময় সম্বন্ধে নিহত ব্যক্তির ওলীর এবং যখমের বিনিময় সম্বন্ধে স্বয়ং আহত ব্যক্তির ক্ষমা করবার অধিকার আছে। (বঃ কোঃ)

مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى

মারইয়ামা মুস্বাদ্দিক্বাল লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত্ তাওরা-হ, ওয়া আ-তাইনা-হুল ইন্‌জীলা ফীহি হুদাওঁ

মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক রূপে এবং আমি তাঁকে ইঞ্জিল দান করেছিলাম। যাতে হেদায়াত

وَنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

ওয়া নূরুওঁ ওয়া মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত্ তাওরা-তি ওয়া হুদাওঁ ওয়া মাও'ইয়াতাল্ লিল মুত্তাক্বীন।

ও নূর ছিল, এবং এটা তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যতার সমর্থক ছিল। আর মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ ছিল।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ ۝٤٧

৪৭। ওয়াল্ ইয়াহ্কুম আহ্লুল ইনজীলি বিমা ~আন্‌যালাল্লা-হু ফীহ ; ওয়া মাল্ লাম ইয়াহ্কুম্ বিমা ~

(৪৭) আর ইনজীল মতালম্বীদের উচিৎ যে, তার মধ্যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী হুকুম প্রদান করা। আর আল্লাহ যা

اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٤٨ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

আন্‌যালাল্লা-হু ফাউলা—ইকা হুমুল ফা-সিকূন। ৪৮। ওয়া আন্‌যাল্‌না~ইলাইকাল কিতা-বা বিল হ্বাক্বক্বি

অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা হুকুম করে না তারাই পাপাচারী। (৪৮) আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি,

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ

মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল্ কিতা-বি ওয়া মুহাইমিনান্ 'আলাইহি ফাহ্কুম বাইনাহুম বিমা~

যা পূর্বের কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী এবং তার সংরক্ষকও। তাই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী তাদের মাঝে

اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ عَمَّا جَاۗءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۭ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ

আন্‌যালাল্লা-হু ওয়ালা- তাত্তাবি' আহ্ওয়া—আহুম 'আম্মা- জা—আকা মিনাল হ্বাক্বক্বি ; লিকুল্লিন জা'আলনা- মিন্‌কুম

ফয়সালা করুন; আর যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ছেড়ে তাদের কামনার অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট বিধান ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ

شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ

শির্'আতাওঁ ওয়া মিন্‌হা-জ্বা- ; ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাজ্বা'আলাকুম উম্মাতাওঁ ওয়া-হিদাতাওঁ ওয়ালা-কিল লিইয়াবলুওয়াকুম

করেছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে জাতি হিসেবে এক (জাতি) করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ যা তোমাদেরকে দান করেছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে

فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ

ফী মা~আ-তা-কুম্ ফাস্‌তাবিক্বুল খাইরা-ত ; ইলাল্লা-হি মারজি'উকুম জ্বামী'আন্ ফাইউনাব্বিউকুম্

পরীক্ষা করতে চান; সুতরাং তোমরা নেক কাজে ধাবিত হও ; অতঃপর তোমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতএব যে ব্যাপারে তোমরা

بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝٤٨ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ

বিমা- কুন্‌তুম ফীহি তাখ্‌তালিফূন। ৪৯। ওয়া আনিহ্কুম্ বাইনাহুম বিমা~আন্‌যালাল্লা-হু ওয়ালা- তাত্তাবি'

মতভেদ করছিলে তিনি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। (৪৯) আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন। আর

أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن

আহ্ওয়া—আহুম ওয়াহ্যারহুম আঁই ইয়াফ্তিনূকা 'আম বা'দ্বি মা~আন্যালাল্লা-হু ইলাইক ; ফাইন্

তাদের কামনার অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যাতে আপনার উপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার কোন বিধান থেকে আপনাকে

تَوَلَّوْا فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ

তাওয়াল্লাও ফা'লাম আন্নামা- ইউরীদুল্লা-হু আঁই ইউস্বীবাহুম্ বিবা'দ্বি যুনূবিহিম ; ওয়া ইন্না

বিচ্যুত না করতে পারে। অনন্তর যদি তারা ফিরে যায়, তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তো তাদের কোন কোন পাপের জন্য তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে চান। আর

كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٥٠﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ

কাছীরাম্ মিনান্ না-সি লাফা-সিকূন। ৫০। আফাহুকমাল জ্বা-হিলিইয়্যাতি ইয়াব্গূন ; ওয়া মান্ আহ্সানু

মানুষের মধ্যে অনেকেই তো পাপিষ্ঠ। (৫০) তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফয়সালা কামনা করে? দৃঢ় প্রত্যয়ী সম্প্রদায়ের

مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ

মিনাল্লা-হি হুকমাল্ লিক্বাওমিঁই ইউক্বিনূন। ৫১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযুল ইয়াহূদা

জন্য ফয়সালা দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে আছে? (৫১) হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী

وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ

ওয়ান্নাস্বা-রা~আওলিয়া—আ। বা'দ্বুহুম আওলিইয়া—উ বা'দ্ব ; ওয়া মাঁই ইয়াতাওয়াল্লাহুম্ মিন্কুম ফাইন্নাহূ

ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না? তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। আর যে তোমাদের মধ্যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই মধ্যে

مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٢﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم

মিন্হুম ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমায যা-লিমীন। ৫২। ফাতারাল্ লাযীনা ফী কুলূবিহিম

গণ্য হবে, নিশ্চয় আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (৫২) যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে দেখবেন,

مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ

মারাদুইঁ ইউসা-রি'উনা ফীহিম ইয়াকূলূনা নাখ্শা~আন্ তুস্বীবানা- দা—ইরাহ ; ফা'আসাল্লা-হু

তারা তাদের সাথে দ্রুত গিয়ে মিশতেছে। তারা বলে, আমাদের আশংকা হয় যে, কালের বিবর্তনে আমরা বিপদে পড়ে যাব। হয়তো অতিশীঘ্র আল্লাহ

أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ

আঁই ইয়া'তিইয়া বিল্ ফাত্হি আও আম্রিম্ মিন্ 'ইন্দিহী ফাইউস্বিহূ 'আলা- মা~আসাররূ ফী~আনফুসিহিম

বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ হতে এমন কোন কিছু দিবেন, যাতে তারা নিজ অন্তরে যা গোপন করছিল তার জন্য লজ্জিত

ع ৭ ১১ রুকূ ৭ — ওয়াক্ফে মঞ্জিল — ل ওয়াক্ফে লাযেম — ৹ ওয়াক্ফে গোফরান — ৎ ওয়াক্ফে

✪ **শানে নুযূল (আঃ ৫১) ঃ** ......يايها الذين امنوا لاتتخذوا اليهود ঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবন উবাই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আতীয়া ইবন সাআদ বলেন, উবাদা ইবনে সামিত বনী হারিছ ইবনে খাযরাজ গোত্র হতে প্রস্থান করে সোজা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বহু ইয়াহুদী বন্ধু রয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সংগে বন্ধুত্ব ভেংগে দিলাম। কেননা, তাদের বন্ধুত্বের চেয়ে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুত্ব শ্রেষ্ঠ মনে করি। এর প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলেন, আমি অবশ্য দূর-ভবিষ্যত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাই আমি আমার পূর্বের বন্ধুদেরকে ত্যাগ করতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হাব্বার! তুমি এ ব্যাপারে উবাদা ইবনে সামিত হতে কেন পিছপা হচ্ছে? অথচ তোমারও এটা করা উচিত। অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ ইবনে কাছীর)

نٰدِمِينَ ۝٥٣ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

না-দিমীন। ৫৩। ওয়া ইয়াক্বূলুল্ লাযীনা আ-মানূ~আহা~উলা—ইল্ লাযীনা আক্বসামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম

হতে থাকবে (৫৩) আর মুমিনগণ বলবে, এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদেরই সাথে

তিন চতুর্থাংশ

إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خٰسِرِينَ ۝٥٤ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ইন্নাহুম লামা'আকুম ; হ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম ফাআস্ববাহূ খা-সিরীন। ৫৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ

আছে? ব্যর্থ হয়ে গেছে তাদের সব আমল। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। (৫৪) হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

মাইঁ ইয়ার্তাদ্দা মিন্‌কুম 'আন্ দীনিহী ফাসাওফা ইয়া'তিল্লা-হু বিক্বাওমিইঁ ইউহ্বিব্বুহুম ওয়া ইউহ্বিব্বূনাহূ~

কেউ নিজ ধর্ম হতে ফিরে গেলে অতিশীঘ্রই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে তদস্থলে সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

আযিল্লাতিন 'আলাল মু'মিনীনা আ'ইয্‌যাতিন 'আলাল্ কা-ফিরীন, ইয়ুজ্বা-হিদূনা ফী সাবীলিল্লা-হি

এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনগণের প্রতি সহনশীল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবেন, তারা আল্লাহর পথে

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ

ওয়ালা- ইয়াখা-ফূনা লাওমাতা লা—ইম ; যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হি ইউ'তীহি মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু

যুদ্ধ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٥٥ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

ওয়া-সি'উন 'আলীম। ৫৫। ইন্নামা-ওয়ালিইয়্যুকুমুল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ ওয়াল্লাযীনা আ-মানুল্ লাযীনা ইউক্বীমূনাস্ব

প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। (৫৫) তোমাদের বন্ধু তো একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আর মুমিনগণ যারা

الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُونَ ۝٥٦ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

স্বালা-তা ওয়া ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়া হুম্ রা-কি'ঊন। ৫৬। ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াল্লাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ

সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনম্র। (৫৬) আর যারা বন্ধুত্ব করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং

৮ ১২ রুকূ

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُونَ ۝٥٧ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ফাইন্না হিয্‌বাল্লা-হি হুমুল গা-লিবূন। ৫৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ

মুমিনদের সাথে (তারাই আল্লাহপন্থী) আল্লাহর দল অবশ্যই বিজয়ী হবে। (৫৭) হে মুমিনগণ! তোমরা তাদেরকে

لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

লা- তাত্তাখিযুল্ লাযীনাত্‌তাখাযূ দীনাকুম হুযুওয়াওঁ ওয়া লা'ইবাম মিনাল্ লাযীনা উতুল

বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেলার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

কিতা-বা মিন্ ক্বাবলিকুম ওয়াল কুফ্ফা-রা আওলিইয়া—আ, ওয়াত্তাকুল্লা-হা ইন্ কুন্তুম মু'মিনীন।

কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য হতে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ ٥٨

৫৮। ওয়া ইযা- না-দাইতুম ইলাস্ব স্বালা-তিত্ তাখাযূহা- হুযুওয়াওঁ ওয়া লা'ইবা- ; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বাওমুল

(৫৮) আর যখন তোমরা সালাতের (নামায) জন্য ডাক, তারা সেটাকে, খেলার বস্তু হিসেবে গণ্য করে উপহাস করে, এর কারণ এই যে, তারা নির্বোধ

لَّا يَعْقِلُوْنَ ۞ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ٥٩

লা- ইয়া'ক্বিলূন। ৫৯। ক্বুল্ ইয়া ~আহ্লাল কিতা-বি হাল তান্ক্বিমূনা মিন্না ~ইল্লা ~আন্ আ-মান্না- বিল্লা-হি

সম্প্রদায়। (৫৯) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! আমাদের প্রতি তোমাদের বিরোধ শুধু এ কারণ ছাড়া আর কি যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ

وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۞ قُلْ هَلْ ٦٠

ওয়ামা~উন্যিলা ইলাইনা- ওয়ামা~উন্যিলা মিন ক্বাব্লু ওয়া আন্না আকছারাকুম ফা-সিকূন। ৬০। ক্বুল হাল্

কিতাবের প্রতি যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই পাপিষ্ঠ। (৬০) আপনি বলুন,

اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ

উনাব্বিউকুম বিশার্রিম মিন যা-লিকা মাছূবাতান 'ইন্দাল্লা-হ ; মাল লা'আনাহুল্লা-হু ওয়া গাদ্বিবা 'আলাইহি ওয়া জ্বা'আলা

আমি কি তোমাদের এর চেয়েও নিকৃষ্ট বিষয়ের সংবাদ দিব, যা আল্লাহর নিকট আছে? আল্লাহ যাকে অভিশাপ দিয়েছেন ও যার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর

مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ

মিনহুমুল ক্বিরাদাতা ওয়াল্ খানা-যীরা ওয়া 'আবাদাত্ব ত্বা-গূত ; উলা—ইকা শার্রুম্ মাকা-নাওঁ ওয়া আদ্বাল্লু

যাদের কতককে বানর ও কতককে শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। আর যারা তাগুতের (শয়তান) ইবাদত করেছে, এরূপ লোকেরাই মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট

عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۞ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ ٦١

'আন্ সাওয়া—ইস্ সাবীল। ৬১। ওয়া ইযা- জ্বা—উকুম ক্বা-লূ~আ-মান্না- ওয়া ক্বাদ্ দাখালূ বিল কুফ্রি

আর তারাই সরল পথ থেকে অনেক দূরে। (৬১) আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তারা কুফর অবস্থায়ই প্রবেশ করে,

وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۞ وَتَرٰى كَثِيْرًا ٦٢

ওয়া হুম ক্বাদ্ খারাজু বিহ ; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- কা-নূ ইয়াক্তুমূন। ৬২। ওয়া তারা- কাছীরাম্

এবং তারা কুফরী সহই বের হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তো ভালভাবেই জানেন তারা যা গোপন করে। (৬২) আর আপনি

مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ

মিন্হুম ইউসা-রি'উনা ফিল্ ইছ্মি ওয়াল 'উদ্ওয়া-নি ওয়া আক্লিহিমুস্ সুহ্ত ; লাবি'সা

তাদের অধিকাংশকেই গুনাহে সীমালংঘনে ও হারাম ভক্ষণে উৎসাহী দেখবেন। তারা যা করছে

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾ لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ

মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ৬৩। লাওলা- ইয়ান্‌হা-হুমুর্ রাব্বা-নিইয়্যূনা ওয়াল আহ্বা-রু 'আন্ ক্বাওলিহিমুল ইছ্‌মা

তা কতই নিকৃষ্ট। (৬৩) তাদের ধর্মীয়-নেতাগণ ও আলেমগণ কেন তাদেরকে গুনাহের কথা বলতে ও হারাম খাওয়ার

وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٤﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ

ওয়া আক্‌লিহিমুস্ সুহ্‌ত ; লাবি'সা মা- কা-নূ ইয়াস্‌না'উন। ৬৪। ওয়াক্বা-লাতিল ইয়াহূদু ইয়াদুল্লা-হি

ব্যাপারে নিষেধ করে না? তারা যা করে তা কতইনা নিকৃষ্ট। (৬৪) ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে বরং তাদের

مَغْلُولَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ

মাগলূলাহ ; গুল্‌লাত আইদীহিম ওয়া লু'ইনূ বিমা- ক্বা-লূ। বাল ইয়াদা-হু মাব্‌সূত্বাতা-নি ইউনফিকু

হাতই বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা যা বলেছে সে জন্য তারা অভিশপ্ত হয়েছে। বরং তাঁর উভয় হাতই প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা

৮ ওয়াক্বফে লাযেম

كَيْفَ يَشَاءُ ؕ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا

কাইফা ইয়াশা—উ ; ওয়ালাইয়াযীদান্না কাছীরাম্ মিন্‌হুম্ মা~উন্‌যিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকা তুগ্‌ইয়া-নাওঁ

তিনি সেভাবে ব্যয় করেন। আর আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অনেকেরই

وَكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَا

ওয়া কুফ্‌রা- ; ওয়া আল্‌ক্বাইনা-বাইনাহুমুল 'আদা-ওয়াতা ওয়াল্ বাগ্‌দ্বা—আ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিইয়া-মাহ ; কুল্লামা~

বিদ্রোহ ও কুফরী বৃদ্ধি পাবে এবং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের জন্য

اَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ

আওক্বাদূ না-রাল্ লিল্‌হার্‌বি আত্বফাআহাল্লা-হু ওয়া ইয়াস্'আওনা ফিল আর্‌দ্বি ফাসা-দা- ; ওয়াল্লা-হু

আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর তারাই ভূ-পৃষ্ঠে গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়ায়। আর আল্লাহ গোলযোগ

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا

লা- ইউহিব্বুল মুফ্‌সিদীন। ৬৫। ওয়া লাও আন্না আহ্‌লাল কিতা-বি আ-মানূ ওয়াত্তাক্বাও লাকাফ্‌ফার্‌না-

সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। (৬৫) কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের

عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ

'আন্‌হুম সাইয়্যিআ-তিহিম ওয়া লাআদ্‌খাল্‌না-হুম জ্বান্না-তিন না'ঈম। ৬৬। ওয়া লাও আন্নাহুম আক্বা-মুত্ তাওরা-তা

সকল গুনাহ মাফ করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রশান্তিময় জান্নাতে প্রবেশ করাতাম। (৬৬) আর যদি তারা তাওরাত ও

○ টীকা (আঃ ৬৩) ঃ ......لولا ينهاهم ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কোন কওমের কোন লোক যদি পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং সে কওমের অন্য লোক তা থেকে তাকে বিরত রাখার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাকে বিরত না রাখে, তা হলে, মৃত্যুর পূর্বে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালা আযাব অবতীর্ণ করবেন। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ শানে নুযূল (আঃ ৬৪) ঃ وقالت اليهود يد الله مغلولة ঃ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, শাম ইবনে কাইস নামক এক ইয়াহুদী (মুসলমানদেরকে) বলেছিল যে, তোমাদের প্রভু কৃপণ। তিনি কখনো ব্যয় করেন না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ

ওয়াল ইন্‌জ্বীলা ওয়া মা~উন্‌যিলা ইলাইহিম মির্ রাব্বিহিম লাআকালূ মিন্ ফাওক্বিহিম ওয়া মিন্ তাহ্‌তি

ইন্‌জীল এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বাস্তবায়ন করত, তবে অবশ্যই তারা তাদের উপরিভাগ হতে এবং

اَرْجُلِهِمْؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ يٰٓاَيُّهَا ৯ ع ১০ রুকু

আর্‌জুলিহিম ; মিন্‌হুম উম্মাতুম্ মুক্‌তাস্বিদাহ ; ওয়া কাছীরুম্ মিন্‌হুম সা—আ মা- ইয়া'মালূন। ৬৭। ইয়া~আইয়্যুহার্

তাদের পদতল হতে আহার লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল আছে মধ্যপন্থী। আর তাদের অধিকাংশই যা করে তা অতি জঘন্য। (৬৭) হে রাসূল!

الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗؕ

রাসূলু বাল্লিগ্ মা~উন্‌যিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিক ; ওয়া ইল্লাম তাফ্'আল ফামা- বাল্লাগতা রিসা-লাতাহ ;

আপনার প্রতিপালকের তরক থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনি তা প্রচার করুন। আর যদি না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম প্রচার করলেন না।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ قُلْ

ওয়াল্লা-হু ইয়া'স্বিমুকা মিনান্ না-স ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমাল কা-ফিরীন। ৬৮। কুল

আল্লাহ আপনাকে মানুষের (কাফির) অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না। (৬৮) আপনি বলে দিন,

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ

ইয়া~আহ্‌লাল্ কিতা-বি লাস্‌তুম 'আলা- শাইয়িন হাত্তা- তুক্বীমুত্ তাওরা-তা ওয়াল ইন্‌জ্বীলা ওয়া মা~

হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোন কিছুর উপর (প্রতিষ্ঠিত) নও যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইন্‌জীল এবং তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে

اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

উন্‌যিলা ইলাইকুম্ মির্ রাব্বিকুম ; ওয়া লাইয়াযীদান্না কাছীরাম্ মিনহুম্ মা~উন্‌যিলা ইলাইকা মির্

তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা (আমল) না করবে। তাদের অধিকাংশের বিদ্রোহ ও কুফরী অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার

رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًاۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

রাব্বিকা তুগ্‌ইয়া-নাওঁ ওয়া কুফ্‌রা-, ফালা- তা'সা 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন। ৬৯। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের উপর আফসোস করবেন না। (৬৯) নিশ্চয় মুমিনগণ,

وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

ওয়াল্লাযীনা হা-দূ ওয়াস্‌স্বা-বিউনা ওয়ান্নাস্বা-রা- মান আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল আ-খিরি

ইয়াহুদীগণ, সাবীগণ ও খ্রিষ্টানগণের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে এবং

○ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ والله يعصمك من الناس ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) প্রহরী বেষ্টিত থাকা অবস্থায় والله يعصمك من الناس, আয়াতটি নাযিল হয়। ফলে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁবু থেকে মাথা বের করে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা চলে যাও। আল্লাহ স্বয়ং আমাকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়েছেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

○ টীকা (আঃ ৬৮) ঃ এই আয়াতটির সারমর্ম এই যে, হে আহ্‌লে কিতাবগণ! তোমরা যে পন্থায় রয়েছ, আল্লাহর নিকট এটা কোন পন্থাই নয়। এই পথে থেকে কখনো তোমরা নাজাত পাবে না। একমাত্র ইসলাম গ্রহণের উপরই মুক্তি নির্ভর করে। (বঃ কোঃ)

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ৭০ لَقَدْ أَخَذْنَا

ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহান্ ফালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা- হুম ইয়াহ্যানূন। ৭০। লাক্বাদ আখায্না

নেক আমল করবে, তাদের (শেষ দিবসে) কোন ভয় নেই এবং তাঁরা বিষণ্ণও হবে না। (৭০) নিশ্চয় আমি বনী ইসরাঈলের

مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ

মীছা-ক্বা বানী~ইস্রা—ঈলা ওয়া আর্সাল্না~ইলাইহিম রুসুলা- ; কুল্লামা- জ্বা—আহুম রাসূলুম্

কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের নিকট বহু রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনই তাদের নিকট কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে আসতেন যা

بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ৭১ وَحَسِبُوا أَلَّا

বিমা- লা- তাহ্ওয়া~আন্ফুসুহুম ফারীক্বান্ কায্যাবূ ওয়া ফারীক্বাঁই ইয়াক্বতুলূন।৭১। ওয়া হ্বাসিবূ~আল্লা-

তাদের মনঃপূত হতো না তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী বলত এবং অন্য কতিপয়কে হত্যা করত। (৭১) তারা এ ধারণা করেছিল যে,

تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ

তাকূনা ফিত্নাতুন্ ফা'আমূ ওয়া স্বাম্মূ ছুম্মা তা-বাল্লা-হু 'আলাইহিম ছুম্মা 'আমূ ওয়া স্বাম্মূ কাছীরুম্

তাদের কোন ক্ষতি হবে না। ফলে তারা আরো অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ পুনরায় তাদের তওবা কবুল করলেন, তারপর তাদের অনেকেই অন্ধ

مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ৭২ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

মিন্হুম ; ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম্ বিমা- ইয়া'মালূন। ৭২। লাক্বাদ কাফারাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল

ও বধির হয়ে রইল। বস্তুত তাদের সকল কার্যক্রম আল্লাহ দেখেন। (৭২) নিশ্চয় কাফির হয়েছে সে সব লোক যারা বলেছে,

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ

মাসীহুব্নু মারইয়াম ; ওয়া ক্বা-লাল্ মাসীহু ইয়া-বানী~ইস্রা—ঈলা' বুদুল্লা-হা

মারইয়াম পুত্র মসীহই আল্লাহ। অথচ মসীহ বলেছিল, হে বনী ঈসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের

رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ

রাব্বী ওয়া রাব্বাকুম ; ইন্নাহূ মাইঁ ইউশ্রিক বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ হ্বার্রামাল্লা-হু 'আলাইহিল জ্বান্নাতা ওয়া মা'ওয়া-হুন্

প্রতিপালক। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার উপর অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তাঁর বাসস্থান

النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ৭৩ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

না-রু ; ওয়া মা-লিয্যা-লিমীনা মিন্ আন্স্বা-র। ৭৩। লাক্বাদ কাফারাল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা

হবে জাহান্নাম। এবং যালেমদের কোনই সাহায্যকারী হবে না। (৭৩) সেসব লোক অবশ্যই কাফির হয়েছে, যারা বলে, আল্লাহ

○ টীকা (আঃ ৭১) ঃ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের নিকট হতে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁদের আনুগত্য করবে। কিন্তু তারা মানল না। ফলে আল্লাহ বোখ্ত নাছার নামক এক জালিম বাদশাহ্কে তাদের উপর চড়াও করে দিলেন। এর হাতে তারা নানা প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে লাগল। আবার আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে তওবা করল। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন এবং এই লাঞ্ছনা ও অপমান হতে মুক্তি দিলেন। আবার তারা হযরত ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা করল এবং হযরত ঈসাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। অর্থাৎ তারা পুনরায় আল্লাহর হুকুম-আহ্কাম হতে অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। মোটকথা, তাদের অভ্যাসের পরিবর্তন হল না। (ফতহুল বায়ান)

ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ

ছা-লিছু ছালা-ছাহ্। ওয়ামা- মিন ইলা-হিন ইল্লা~ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদ ; ওয়াইল্ লাম ইয়ান্তাহু 'আম্মা- ইয়াকুলূনা

তিনজনার মধ্যে একজন। অথচ এক মা'বুদ (আল্লাহ) ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আর তারা যা বলে তার থেকে যদি তারা বিরত না হয়, তবে

لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿৭৪﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ

লাইয়ামাস্সান্নাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্হুম 'আযা-বুন আলীম। ৭৪। আফালা- ইয়াতূবূনা ইলাল্লা-হি

তাদের মধ্যে যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবেই। (৭৪) (এরপরেও) কেন তারা আল্লাহর নিকট

وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿৭৫﴾ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ

ওয়া ইয়াস্তাগ্ফিরূনাহ ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। ৭৫। মাল্ মাসীহুব্নু মার্ইয়ামা ইল্লা- রাসূল,

তওবা করছে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছে না? অথচ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (৭৫) মারইয়াম পুত্র মাসীহ একজন রাসূল

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ

ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্লিহির্ রুসুল ; ওয়া উম্মুহূ স্বিদ্দীক্বাহ ; কা-না- ইয়া'কুলা-নিত্ব ত্বা'আ-ম ; উন্যুর্

ছাড়া আর কেউ নন। নিশ্চয় তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। আর তাঁর মাতা একজন সত্যবাদিনী ছিলেন। তাঁরা উভয়েই খাবার খেতেন। দেখুন, তাদের জন্য আমি

كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿৭৬﴾ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ

কাইফা নুবাইয়্যিনু লাহুমুল আ-ইয়া-তি ছুম্মান্যুর আন্না- ইউ'ফাকূন। ৭৬। কুল আতা'বুদূনা

কেমনভাবে আয়াতগুলো বর্ণনা করি। আর দেখুন, তারা কিভাবে উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে। (৭৬) বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা- ইয়াম্লিকু লাকুম দ্বাররাওঁ ওয়ালা- নাফ্'আ ; ওয়াল্লা-হু হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম।

এমন কারো ইবাদত কর, যে তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোনই ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

﴿৭৭﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ

৭৭। কুল ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি লা-তাগ্লূ ফী দীনিকুম গাইরাল্ হাক্বক্বি ওয়ালা- তাত্তাবি'উ~আহ্ওয়া—আ

(৭৭) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি কর না এবং তোমরা সে সম্প্রদায়ের

قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝ ع ১০ ع ১৪ রুকু

ক্বাওমিন্ ক্বাদ দ্বাল্লূ মিন ক্বাব্লু ওয়া আদ্বাল্লূ কাছীরাওঁ ওয়া দ্বাল্লূ 'আন্ সাওয়া—ইস্ সাবীল।

খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না যারা অতীতে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, বস্তুত তারা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে।

﴿৭৮﴾ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ

৭৮। লু'ইনাল্ লাযীনা কাফারূ মিম্ বানী~ইস্রা—ঈলা 'আলা- লিসা-নি দা-উদা ওয়া 'ঈসাব্নি

(৭৮) বনী ঈসরাইলদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাউদ এবং মারইয়াম-পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত হয়েছিল।

مَرْيَمَ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٩﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ

মারইয়াম ; যা-লিকা বিমা- 'আস্বাও ওয়া কা-নূ ইয়া'তাদূন। ৭৯। কা-নূ লা- ইয়াতানা-হাওনা 'আম্ মুন্কারিন্

এর কারণ ছিল যে, তারা ছিল নাফরমান ও সীমা অতিক্রমকারী। (৭৯) তারা যে (অন্যায়) কাজ করতো একে অপরকে সে অন্যায়

فَعَلُوْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ

ফা'আলূহ্ ; লাবি'সা মা- কা-নূ ইয়াফ্'আলূন। ৮০। তারা- কাছীরাম্ মিন্হুম ইয়াতাওয়াল্লাওনাল্ লাযীনা

কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করত না। তারা যা করত তা কতইনা নিন্দিত। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখতে পাবেন যারা

كَفَرُوْا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي

কাফারূ ; লাবি'সা মা- ক্বাদ্দামাত লাহুম আনফুসুহুম আন সাখিত্বাল্লা-হু 'আলাইহিম ওয়া ফিল

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই নিকৃষ্ট। যেহেতু আল্লাহ তাদের উপর নারাজ হয়েছেন, ফলতঃ তারা

الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا

'আযা-বি হুম খা-লিদূন। ৮১। ওয়া লাও কা-নূ ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়ান্নাবিয়্যি ওয়ামা~

সর্বদা শাস্তির মধ্যে থাকবে। (৮১) আর যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও নবী এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে

اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

উন্যিলা ইলাইহি মাত্তাখাযূহুম আওলিইয়া—আ ওয়ালা-কিন্না কাছীরাম মিনহুম ফা-সিকূন।

ঈমান আনত, তবে তারা কখনো তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

﴿٨٢﴾ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ

৮২। লাতাজ্বিদান্না আশাদ্দান্ না-সি 'আদা-ওয়াতাল্ লিল্লাযীনা আ-মানুল ইয়াহূদা ওয়াল্ লাযীনা

(৮২) মানুষদের মধ্যে অবশ্য আপনি মুসলমানদের সাথে শত্রুতায় বেশী উগ্র পাবেন ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে।

اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا

আশ্রাকূ, ওয়া লাতাজ্বিদান্না আক্বরাবাহুম্ মাওয়াদ্দাতাল্ লিল্ লাযীনা আ-মানুল্ লাযীনা ক্বা-লূ~ইন্না-

আর তাদেরকে যারা নিজেদেরকে বলে, আমরা নাসারা, মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অতি নিকটতম পাবেন।

نَصٰرٰى ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

নাস্বা-রা-; যা-লিকা বিআন্না মিন্হুম ক্বিস্‌সীসীনা ওয়া রুহ্বা-নাও ওয়া আন্নাহুম লা- ইয়াস্তাক্বিরূন।

এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে বহু জ্ঞানী এবং দুনিয়া ত্যাগী বহু দরবেশ। আর এ কারণে যে, তারা অহংকারও করে না।

○ শানে নুযূল (আঃ ৮১) ঃ মদীনায় হিজরতের পূর্বে হযরত জা'ফর ছাদেক তাইয়ার সহ কতিপয় মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। হাব্শীরা তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় নি। হাব্শী খ্রিষ্টানগণ সত্যিকারে ইঞ্জীলের অনুসারী এবং খুবই উদার-হৃদয় ছিল। বিশেষ করে আবিসিনিয়ার তদানিন্তন বাদশাহ্ এবং তাঁর বন্ধুগণ, ইসলামের সত্যকে কবুল করে ছিলেন। তাঁরা নিজেদের স্থানে থেকেও হযরত জা'ফরের মুখে কোরআন শুনে ক্রন্দন করেছিলেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন। আবার ত্রিশজন আলেম তাঁদের মধ্য হতে হুযূর (সা)-এর দরবারে এসে কোরআন শুনে কাঁদছিলেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন। বিশেষ করে এই বিষয় নাছারাদের বর্ণনাই এই আয়াতগুলিতে করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)